জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

দীপাবলির বৈঠক

কালীপুজো ও দীপাবলির প্রস্তুতি নিতে আগাম বৈঠকে বসতে চলেছেন কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা। ১৫ অক্টোবর ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে শহরের সব কালীপুজো কমিটির সঙ্গে হবে বৈঠক

হেমন্তের শুরু

বাংলা থেকে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বিদায় নিয়েছে। আপাতত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। রবিবার পর্যন্ত কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। হেমন্তের অনুভূতি পেতে শুরু করবে বঙ্গবাসী

তোলা না পেয়ে মধ্যপ্রদেশে ইঞ্জিনিয়ারকে মারল পুলিশ

অর্থনীতিতে নোবেল জিতলেন জোয়েল, ফিলিপ এবং পিটার

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৩৮ • ১৪ অক্টোবর, ২০২৫ • ২৭ আশ্বিন ১৪৩২ • মঙ্গলবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 138 • JAGO BANGLA • TUESDAY • 14 OCTOBER, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

নাগরাকাটায় দুর্গতদের পাশে • ত্রাণ বণ্টন • নিয়োগপত্র প্রদান

মুশকিল আসান মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ পুনর্গঠনে দুর্গত এলাকায় ঘুরে ঘুরে কাজের তদারকি করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার নাগরাকাটায় পরিদর্শনে গিয়ে এলাকা চষে বেড়ান পায়ে হেঁটে। অস্থায়ী ব্রিজ পেরিয়ে পৌঁছে যান দুর্গত মানুষজনের কাছে। তাঁদের হাতে ত্রাণ তুলে দেন। স্বজনহারা পরিবারের একজন করে মোট সাতজনের হাতে স্পেশ্যাল হোমগার্ডের চাকরি নিয়োগপত্র তুলে দেন। সেইসঙ্গে খতিয়ে দেখেন কাজ। কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে। গৃহহারাদের দেন বাংলার বাড়ি করে দেওয়ার আশ্বাস।

▪ আজ মিরিকে দুর্গতদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী। দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ যাবেন জোরবাংলো–সুখিয়াপোখরি বিডিও অফিস কম্পাউন্ডে

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিপর্যস্ত এলাকা দ্রুত পুনর্গঠনের কাজ চলছে। সেই কাজ দেখে দুর্গত মানুষের মাঝে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। ত্রাণ শিবিরে গিয়ে নিজে হাতে তা বণ্টন করেন। জানান, বামনডাঙায় ভেঙে যাওয়া সেতু লোহার কাঠামো দিয়ে অস্থায়ীভাবে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। ফলে কাউকে আর নদী পেরিয়ে যাতায়াত করতে হবে না। স্থায়ী সেতুও তৈরি করে দেওয়া হবে শীঘ্রই। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মৃতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এবার চাকরির নিয়োগপত্রও দেওয়া হল। দুর্যোগে যাঁদের নথি নষ্ট হয়েছে, তাঁদের ডুপ্লিকেট করে দিতে শিবির খোলা হয়েছে। যাঁরা নথিপত্র হারিয়েছেন, তাঁরা এই বিশেষ শিবিরে এসে নাম নথিভুক্ত করুন। যাঁদের চাষাবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁরা ফসল বিমা পাবেন।

▪ বামনডাঙায় ক্যাম্পে দুর্গতের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। কোলে তুলে নিলেন শিশুকে। নিচে, দিলেন নিয়োগপত্র।

ভিতরের পাতায়

▸▸ প্রাথমিক স্কুল হবে মাধ্যমিক

▸▸ ভাঙা সেতুর পাশে হল অস্থায়ী সাঁকো

▸▸ ''তুমি একা নও'', সন্তানহারা মায়ের কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা মুখ্যমন্ত্রীর

নাগরাকাটার টন্ডু গ্রামে সরকারি ত্রাণ শিবির থেকে দুর্গতদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু এই বিপদের সময়ে আমরা আপনাদের পাশে আছি। আমাদের শিবির থেকে সমস্ত পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। শিবিরগুলিতে ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ এবং ডাক্তাররা সকলেই আপনাদের সহায়তা করার জন্য কাজ করছে। (এরপর ৭ পাতায়)

বাংলার চাপে বৈঠক নদী কমিশনের

প্রতিবেদন : দীর্ঘদিন ধরেই ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন তৈরির কথা বলে আসছি আমরা। কিন্তু কেন্দ্র কিছু করেনি। শেষে বাংলার চাপেই তারা নদী কমিশন নিয়ে বৈঠক ডেকেছে। সোমবার জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় বন্যা ও ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রকে একহাত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ১৬ অক্টোবর নয়াদিল্লিতে বৈঠক আছে। আমি আমাদের এক আধিকারিককে পাঠাব। সেখানে আবারও ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশনের দাবি তোলা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা অনেকদিন ধরে বলছি ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন গড়া হোক এবং তার সদস্য করা হোক বাংলাকে। ভুটানের জলেই এত বড় ঘটনা ঘটেছে। আমরা চাই ওরা ক্ষতিপূরণ দিক। এর পরেই কেন্দ্রকে একহাত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, (এরপর ৭ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

জাগো

জাগো বাংলা জাগো
কখনও ভিখ মেগো নাকো
তোমার অহংকার, তোমার গর্ব
মলিনতাকে করোগো খর্ব।

হীরে-মানিক চাইতে যেও না
লোভ অভিসারে ফাঁসতে দিও না
ফিরে চলো সব মাটির টানে
বাংলা চলবে নিজের তানে।

ভিক্ষার ঝুলি একেবারে মানায় না,
আত্মমর্যাদা আমাদের জীবন প্রেরণা
এগিয়ে যাওয়ার নাম বঙ্গললনা
বাংলার মাটি পবিত্র অনন্যা।।

এসআইআরের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তৈরি হোন : অভিষেক

প্রতিবেদন : এসআইআর বিরোধী আন্দোলন নিয়ে জোরদার প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি সরকারের এসআইআর চক্রান্ত নিয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে অভিষেক বলেন, আগামী ২ নভেম্বর শহিদ মিনার ময়দানে তৃণমূলের এসআইআর বিরোধী সমাবেশে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের হাজির থাকতে হবে। শহিদ মিনার থেকে বাংলার মানুষের আওয়াজ যেন দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সোমবার ডায়মন্ড হারবারের আমতলায় সাংসদের কার্যালয়ে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান ছিল। সেখান থেকেই দলের নেতা-কর্মীদের বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডায়মন্ড হারবারে বিজয়া সম্মিলনী থেকে বার্তা

ডায়মন্ড হারবারের সংসদীয় এলাকার সাতটি বিধানসভার জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশি সময় (এরপর ৭ পাতায়)

সিঙ্গুরের জমি কৃষকদেরই

সুপ্রিম জয় বাংলার

প্রতিবেদন : সিঙ্গুরের জমি-সংক্রান্ত মামলায় বড় জয় পেল রাজ্য সরকার। সোমবার শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, সিঙ্গুরের অব্যবহৃত জমি কৃষক ছাড়া কখনওই কোনও বাণিজ্যিক সংস্থা নিতে পারবে না। এই জমির আসল মালিক রাজ্য সরকার। তাদের হেফাজতেই থাকবে সব জমি। এদিন সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হয়ে গেল কলকাতা হাইকোর্টের রায়।

কলকাতা হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল, সিঙ্গুরের অব্যবহৃত ২৮ বিঘা জমির মালিকানা ফেরত পাবে শান্তি সেরামিক্স প্রাইভেট লিমিটেড নামের সংস্থা। হাইকোর্টের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পাল্টা মামলা করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সোমবার সেই মামলারই রায়দান করে দুই বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ। শীর্ষ আদালত (এরপর ৭ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

14 October, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩০ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

(১৯৩০-২০১২) জন্মদিন। বাংলা সাহিত্যে তিনি সেই বিরল কথাশিল্পীদের একজন, যাঁদের লেখার ছত্রে ছত্রে জড়িয়ে আছে দেশের মাটি ও মানুষের কথা। লোকনাট্য দল আলকাপের সদস্য হয়ে তিনি লোকসংস্কৃতির গভীর অসাম্প্রদায়িক চেতনার মধ্য দেখেছেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই দেশের মানুষকে। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস ও ছোট গল্পের সংখ্যা আড়াইশোরও বেশি। তাঁর লেখা 'তৃণভূমি', 'মায়ামৃদঙ্গ', 'জানমারি', 'জনপথ জনপথ' প্রভৃতি উপন্যাস বদলে যাওয়া গ্রামবাংলার জীবন্ত দলিল। 'অলীক মানুষে'র জন্য সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার পেয়েছেন। ছোটদের জন্য তাঁর সৃষ্ট চরিত্র গোয়েন্দা কর্নেল।

১৯৩১ নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯৩১-১৯৮৬) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত সেতারশিল্পী। পিতা জীবেন্দ্রনাথের কাছে সঙ্গীতের হাতেখড়ি। তাঁর বিশিষ্ট শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন আলাউদ্দিন খাঁ, আলি আকবর খাঁ, অন্নপূর্ণাশঙ্কর প্রমুখ। পদ্মশ্রী উপাধি পেয়েছেন, লাভ করেছেন সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির পুরস্কারও।

১৯৫৬ মহেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৫৬) এদিন প্রয়াত হন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই। আমাদের কালের অনন্য এক দার্শনিক, দুঃসাহসী, গবেষক, চিন্তানায়ক, ইতিহাসবিদ, পরিব্রাজক এবং উদাসী এক সাধক। তাঁর নামাঙ্কিত বইগুলি ছাড়া এ দেশের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনকে পুরোপুরি বোঝা প্রায় অসম্ভব। সব রচনা বোধ হয় আজও গ্রন্থিত হয়নি, কিন্তু ভক্তজন ও অনুরাগীদের এই সব স্মৃতিসঞ্চয়ে বিবেকানন্দ অ্যান্ড ফ্যামিলির যেসব খবরাখবর ছড়িয়ে আছে, তা বিস্ময়কর।

১৯৩০ অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯৩০-১৯৯৩) এদিন কলকাতায় একটি ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম নেন। বাবা শম্ভুনাথ এবং মা সুলেখা, দু'জনেই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী ছিলেন। অশোকতরু রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশিষ্ট শিল্পী ও শিক্ষক। ১৯৪৮ থেকে বেতারশিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ। 'দক্ষিণী', 'গীতবিতান', জামশেদপুরে 'টেগোর সোসাইটি' প্রভৃতি নামী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর একটা খেয়ালি ভাবুক মন ছিল, যা তাঁকে ঘরছাড়া করে দিত মাঝে মাঝে।

১৯৮৯ শৈল চক্রবর্তী

(১৯০৯-১৯৮৯) এদিন প্রয়াত হন। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, কার্টুনিস্ট ও ইলাস্ট্রেটর। চিত্রকলায় স্বশিক্ষিত। দৈনিক বসুমতীর পাতায় শিবরাম চক্রবর্তীর কলম 'বাঁকা চোখে'র সঙ্গে তাঁর কার্টুন বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনিই একমাত্র শিল্পী যিনি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর ইলাস্ট্রেশন করেন। শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় 'ল্যাবরেটরি'। সেটিতে অলংকরণ শিল্পী ছিলেন শৈল। লেখক হিসেবেও কৃতী ছিলেন। যুগান্তর পত্রিকায় তাঁর লেখা মজাদার সায়েন্স ফিকশন প্রকাশিত হত। 'ছোটদের ক্রাফট' গ্রন্থের জন্য ভারত সরকারের তরফে তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। দেশে-বিদেশে তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনীও হয়েছে।

১৮৬৪

লক্ষ্মীকান্ত বেজ বড়ুয়া (১৮৬৪-১৯৩৮) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের পথ-প্রদর্শক। কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, সমালোচনা, প্রহসন, জীবনী, আত্মজীবনী, শিশুসাহিত্য, ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা, সাংবাদিকতা ইত্যাদিতে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি কৃপাবর বড়ুয়া ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করতেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী তাঁর পত্নী।

১৮৬২

আমেরিকার সেনাবাহিনীর মেজর রিচার্ড হেয়সার এদিন মাঝরাতে সবার চোখ এড়িয়ে কিউবাতে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে এমন কিছু ছবি তুলে আনেন, যেগুলোর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় সোভিয়েতে সহায়তায় কিউবা ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহ করছে এবং তখনই না হলেও কিছুদিনের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্রও করায়ত্ত করবে তারা। ৩৬ ঘণ্টা পর বিষয়টি জানানো হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে। তিনি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হলে বিশ্ব নিরাপত্তায় সংকট তৈরি হয়।

বিজয়ার শুভেচ্ছা

■ উত্তরপাড়ার বিজয়া সম্মিলনীতে পুরপ্রধান দিলীপ যাদব, শহর তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, কাউন্সিলর অর্ণব রায় প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫২৫

১	■	■	২		৩		৪
৫				■		■	
	■	■	৬			■	
৭		৮		■		■	■
■	■		■	৯			১০
১১	■	১২			■	■	
	■		■	১৩			
১৪					■	■	

পাশাপাশি : ২. অত্যন্ত কৃশকায় বা রোগা ৫. প্রেম, ভালবাসা ৬. অক্ষম ৭. ইয়াত্তা, সীমা ৯. মর্যাদাহীন ১২. অন্যমনস্ক, বিষণ্ণ ১৩. চার মাস সংক্রান্ত ১৪. সেই সময়ের, তদানীন্তন।

উপর-নিচ : ১. সুন্দর ২. বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ ৩. হিন্দু ও মুসলমান জনগণ ৪. —আমার চেয়েছ বন্ধু ৮. অসীম, অনন্ত ৯. অসৎ বা কুৎসিত কাজ ১০. লম্বাচওড়া ১১. জ্বলন্ত অঙ্গার।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫২৪ : পাশাপাশি : ১. এলাকা ৩.জরিমানা ৫. পণ্ডিতসমাজ ৭. কবর ৮. ললিতা ১০. আর্থারাইটিস ১২. রত্নাকর ১৩. ধিক্কার। **উপর-নিচ:** ১. একএক ২. কার্যপরম্পরা ৩. জড়িত ৪. নারাজ ৬. সলিলসমাধি ৯. তাহাদের ১০. আদর ১১. ইতর।

১৩ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৪৩০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৪৯৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৮৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৭৮৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৭৮৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৭৪	৮৮.১৩
ইউরো	১০৪.১৮	১০১.৯৬
পাউন্ড	১২০.২৪	১১৭.৩৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ সোনাক্ষী সিনহা

■ সারা আলি খান

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

14 October, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৪ অক্টোবর ২০২৫
মঙ্গলবার

নাগরাকাটায় দুর্গত এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ বণ্টন মুখ্যমন্ত্রীর

তুমি একা নও, সন্তানহারা মায়ের কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা মুখ্যমন্ত্রীর

আর্থিকা দত্ত • জলপাইগুড়ি

উত্তরের বন্যায় যখন ঘরবাড়ির সঙ্গে ভেসে গিয়েছিল অসংখ্য মানুষের হাসি, তখনও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের পাশে। দ্বিতীয় দফায় সোমবার উত্তরবঙ্গে এসে যান নাগরাকাটার বামনডাঙা এলাকার টুন্ডু গ্রামে। সেখানে প্রমাণ করলেন, বিপর্যয়ের দিন হোক বা পুনর্গঠনের কাজে, তিনি মানুষের মুখের হাসিটাই ফিরিয়ে দিতে চান সবার আগে। এই সফরে তিনি প্রতিশ্রুতিমতোই দুর্গত পরিবারগুলির হাতে তুলে দিলেন সরকারি নথিপত্র, ক্ষতিপূরণের চেক এবং সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র। মঞ্চেই ছিলেন কোচবিহার জেলার মাথাভাঙার বন্যায় প্রাণহারানো দশ বছরের ছোট্ট মৃন্ময় বর্মনের মা জয়ন্তী বর্মন। হাতে ছেলের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের কাগজ, অথচ চোখে শুধু হারানোর ব্যথা। মুখ্যমন্ত্রী যখন তাঁর হাতে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র দিলেন, তখন জয়ন্তী কান্না আর ধরে রাখতে পারেননি। মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর গায়ে স্নেহের পরশ ছুঁইয়ে সান্ত্বনা দেন। পাশে দাঁড়ানো সকলেই নিঃশব্দে সেই দৃশ্যের সাক্ষী থাকলেন। আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''তুমি একা নও, আমরা সবাই আছি তোমার পাশে।'' বন্যাপরবর্তী ত্রাণ, পুনর্বাসন, রাস্তা ও সেতু মেরামতের পাশাপাশি মানুষের মানসিক পুনর্গঠনের দিকেও নজর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর তাই শুধু সরকারি ঘোষণা নয়, এটি এক মানবিক সহমর্মিতার প্রতীক, যা উত্তরবঙ্গের বিপর্যস্ত জনজীবনে নতুন করে জাগিয়ে তুলছে আশার আলো।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

14 October, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মর্ম বুঝবে না

মোদি জমানায় কৃষকদের অবস্থা কী হয়েছে তা পরিসংখ্যানই বারবার জানিয়ে দিচ্ছে। কারা পরিসংখ্যান দিচ্ছে? কেন্দ্রীয় সরকার। সেই পরিসংখ্যান বলছে, ভারতীয় কৃষকরা এক ভয়ঙ্কর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এই সংকট কাটাতে কৃষিজীবীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। দেশের আর্থ সামাজিক কাঠামোয় এ এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা। কৃষকরা দেশের মেরুদণ্ড। তাঁরাই শস্যসুফলা দেশ তৈরির কারিগর। তাঁরাই যখন আত্মহননের পথ বেছে নেন তখন বুঝতে হবে দেশটা কোন তালে চলছে। কৃষক এবং কৃষিশ্রমিকদের আত্মহত্যা ভাবিয়ে তুলেছে সমাজ বিজ্ঞানীদের। বিগত এক বছরে ১০ হাজারের বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। লজ্জার ঘটনা হল, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে আত্মহত্যার পরিসংখ্যান সবচেয়ে বেশি। দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্র প্রথম স্থানে। তারপর কর্নাটক আর অন্ধ্রপ্রদেশ। লক্ষণীয় বিষয় হল, তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে বাংলায় বিগত এক বছরে একজন কৃষকও আত্মহত্যা করেননি। তথ্য বলছে, ২০২৩ সালে কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত মোট ১০,৭৮৬ জন আত্মহত্যা করেছেন। যাঁদের মধ্যে ৪,৬৯০ জন কৃষক এবং ৬,০৯৬ জন কৃষিশ্রমিক। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা কৃষকদেরও আত্মহত্যার পরিসংখ্যান চোখে লাগার মতো। এবং তা ক্রমশ বাড়ছে। কেন এই মৃত্যু? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তুলো এবং আখের উপর নির্ভরশীলতাই সংকট ডেকে আনছে। লাভের আশায় মোটা অঙ্ক বিনিয়োগ করছেন। চড়া সুদে ঋণ নিচ্ছেন। আর প্রত্যেকবার দাম পাচ্ছেন না, ফলন হচ্ছে না। অথচ বিজেপি সরকার নিশ্চুপ। কৃষকদের পাশে নেই। আদানিদের বন্ধু সরকার কৃষকদের মর্ম বুঝবে কী করে?

e-mail থেকে চিঠি

দোহাই তোদের, একটু চুপ কর, সত্যরে দে দম ফেলার অবসর

দুর্গাপুরের মেডিক্যাল ছাত্রীর মর্মান্তিক ধর্ষণের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় শুভেন্দু বলেছেন বাংলায় উত্তরপ্রদেশের ন্যায় যোগীরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ওঁর এই বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উত্তরপ্রদেশে দুটি বীভৎস মর্মান্তিক গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে গেল, এবং সেই সঙ্গে দুই কন্যাশিশু-সহ এক মহিলাকে নৃশংসভাবে ঘরে ঢুকে খুন করল দুষ্কৃতীরা। ধর্ষণের একটি ঘটনা রাজধানী লখনউয়ে, অন্যটি আমরোহাতে ঘটে। লখনউয়ে পাঁচজন মিলে এক দলিত কিশোরীকে গণধর্ষণ করে আর আমরোহাতে এক মহিলাকে ভিডিওগ্রাফি করে তিনজন মিলে গণধর্ষণ করে।

মেজ খোকা জানে যোগীরাজ্য নারী নির্যাতনের ঘটনায় দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে গত দু'বছর ধরে। ৬৬,৩৮১টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে একবছরে। প্রতিদিন উত্তরপ্রদেশে গড়ে ১০ জন মহিলা ধর্ষিতা হয় এটা জানে? উত্তরপ্রদেশে বছরে ৩৩ জন মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে এটা গদ্দার কুলের পোদ্দার জানে? উত্তরপ্রদেশে বছরে ৩৫১৬ জন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে এটা জানে? সারা দেশে প্রতিদিন গড়ে ৮১ জন মহিলা ধর্ষিতা হয়, যার মধ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজস্থানে প্রতিদিন গড়ে ১৪ জন মহিলা ধর্ষিতা হয়, উত্তরপ্রদেশে ১০ জন মহিলা এবং মধ্যপ্রদেশে ৮ জন মহিলা প্রতিদিন ধর্ষিতা হচ্ছেন, শুভেন্দুবাবু জানেন? লজ্জা তো আপনার নেই, শুধু দলীয় সুবিধা নিয়ে সমস্তরকম কেন্দ্রীয় এজেন্সি, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং ন্যায়ালয়ের একাংশের প্রশ্রয়, ছত্রছায়া ও রক্ষাকবচে বলীয়ান হয়ে সারাদিন রাজ্যের মানুষকে বিভাজনের উসকানি দিয়ে আর মিথ্যাচার করে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যেদিন বিজেপি কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকবে না সেদিন আপনার আসল 'সুদিন' শুরু হবে। সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা, শুধু ওই দিনগুলো দেখার জন্য বেঁচে থাকতে চাই।

— শ্রীপর্ণা রায়, কাউন্সিলর, উত্তর বারাকপুর পুরসভা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কুৎসা অপপ্রচার অব্যাহত
কিন্তু দেওয়ালের লিখনও স্পষ্ট

গত কয়েকদিন ধরে কী দেখল বাংলা? ফের চিনল রাম-বাম ও মিডিয়ার একাংশের মিথ্যাচার। চারিদিকে আবার একটা 'গেল গেল' রব তোলার প্রয়াস। দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণকাণ্ডে মোট ৫ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। নির্যাতিতা তাঁর বয়ানে পাঁচজনেরই যুক্ত থাকার কথা জানিয়েছিলেন। প্রথমে ধৃতদের ধর্ম পরিচয় নিয়ে মেরুকরণের রাজনীতি, তার চেনা ছক, তার উপর মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বিকৃত করে পরিবেশনের চেষ্টা বিক্রীত সংবাদ মাধ্যমের। এত কিছু সত্ত্বেও সময় যত এগোচ্ছে ততই স্পষ্টতর হচ্ছে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। অনিবার্যের আলোচনায় শ্রীরামপুর গার্লস কলেজের অধ্যাপক **শ্যামলকুমার দরিপা**

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই মুহূর্তে সমগ্র বাংলার মানুষের কাছে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দলেরই গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তা হল মাননীয়া জননেত্রী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আগামীর অধিনায়ক মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের। বাংলায় বিজেপির ক্রমক্ষীয়মান সাংগঠনিক শক্তি, এবং বাংলার মানুষের কাছে পুরোপুরিভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া গ্রহণযোগ্যতাকে সম্বল করে দেশের এবং রাজ্যের বিজেপি নেতারা যতই হাস্যকর আস্ফালন দেখাক না কেন, আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় 'বিজেপির বিসর্জন' অবধারিত। ইতিহাসের দিকে একটু ফিরলেই দেখা যায়, প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ হোক কিংবা ঔপনিবেশিক যুগ, বাংলার ওপরেই সবার প্রথমে আক্রমণ নেমে এসেছে এবং প্রতিবারই প্রতিরোধ, প্রতিবাদের পথও বাংলাই দেখিয়েছে। এইসময়েও তার অন্যথা হয়নি।

অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আপামর যুবসম্প্রদায়ের আলোকশক্তি মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং লড়াইয়ের ফলে নেতাজি- ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর বাংলাকে; বিবেকানন্দ- নজরুল-রবীন্দ্রনাথের বাংলাতে হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদী ঐক্যবিদ্বেষী, সংবিধান-বিদ্বেষী বিজেপির বিনাশ আজ আসন্ন। সদ্য দুর্গোৎসব সমাপ্ত হয়েছে। ঠিক একইভাবে ২০২৬ সালের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে দুষ্টের দমন ও অশুভের বিনাশ এবং শুভশক্তির পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবে মা-মাটি-মানুষের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। কিন্তু তার জন্য আরও বেশি করে সচেতন হতে হবে আমাদের সকলকে। মৌলবাদী, জুমলাবাজ বিজেপির কাজই হচ্ছে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ভোট আদায়ের রাজনীতি করা। আর সেজন্যই বারবার অমিত শাহকে দিল্লি থেকে ছুটে আসতে হয় খাস কলকাতায়। এবারে পুজোতেও অমিত শাহ এসে যে বক্তব্য রাখলেন, তাতে ছিল ভূরি ভূরি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি আর অসত্য ন্যারেটিভ। মোহন ভাগবত, নরেন্দ্র মোদি হোক বা অমিত শাহ— বাংলাতে বারবার তাঁদের আসতে হয়, তার একটা বড় কারণ তাঁরা জানেন বাংলায় তৃণমূল সরকারের আমলে স্থায়ীভাবে যে সুষ্ঠু, অভূতপূর্ব উৎসবমুখরতা এবং অসাম্প্রদায়িক সংহতির আবহ তৈরি হয়েছে, তাতে ভাঙন

ধরানো সহজ নয়। তাছাড়া ভারতের যেক'টি রাজ্যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে নিয়মনিষ্ঠভাবে সংবিধান মেনে চলা হচ্ছে, তার মধ্যেও অগ্রগণ্য বাংলা। সম্প্রতি এনসিআরবির রিপোর্টে ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ শহরও এই রাজ্যেরই কলকাতা। অর্থাৎ কোনওভাবেই পশ্চিমবঙ্গে কোনও ইস্যু নিয়ে সমস্যা তৈরি করতে পারছে না বিজেপি। এ রাজ্যের বিজেপি নেতারাও পরিকল্পনামাফিক দাঙ্গা লাগাতে ব্যর্থ। তাই বারবার করে কোনও একটা ইস্যু তৈরি করে নতুন কোনও সমস্যার সৃষ্টি করে আসন্ন নির্বাচনের প্রচারে সেটা কাজে লাগানোই বিজেপির উদ্দেশ্য। অবশ্য বিজেপির মতো মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট দলের 'মোডাস অপারেন্ডি' সেটাই হওয়ার কথা। হিংসার রাজনীতি, ঘৃণার রাজনীতি, হিন্দু-মুসলিম, উচ্চ-দলিত প্রভৃতি বিভাজনের রাজনীতিতে পারদর্শী বিজেপির রাজনৈতিক মডেলটিকে যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে বোঝা যাবে তাদের আদৌ কোনও জনমুখী বা জনহিতকর এজেন্ডাই নেই। কোনওদিন ছিলও না। তাদের রাজনীতি কেবলই ক্ষমতা দখলের জন্য ভোটকেন্দ্রিক রাজনীতি।

অন্য সমস্ত রাজ্যে যেখানে যেখানে আজ ডবল ইঞ্জিনের সরকার, সেখানে বিজেপি সফল হয়েছে মানুষকে ভুল বোঝাতে, বিপথে চালনা করতে। কারণ সেখানে কোনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন না। কিন্তু এই পবিত্র পুণ্যভূমি, বহু বিপ্লবীর রক্তের বলিদানে আজও সিক্ত এই বাংলাকে, বাঙালিকে বিপথে চালনা করা সহজ নয়। অন্তত জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন পর্যন্ত বাংলার প্রহরী থাকবেন, ততদিন বাংলা অক্ষত থাকবে। গোটা দেশ জানে এবং মানেও, অন্য সব জায়গাতে বিজেপির আগ্রাসনের জয়ধ্বজা উড়লেও বাংলায় কখনও বিজেপির মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারার কারণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফ্যাসিবাদী বিজেপি এখনও চেষ্টা চালাচ্ছে বাংলার ঐক্য, বাংলার সংহতিকে নষ্ট করার, বাংলার অমলিন ঐতিহ্যকে কালিমালিপ্ত করার। এই ঔদ্ধত্য মেনে নেওয়া যায় না। তাই ফ্যাসিস্ট বিজেপি, বাংলাবিদ্বেষী বিজেপি, মৌলবাদী বিজেপি, নারীবিদ্বেষী বিজেপি, বাংলা ভাষা-বিদ্বেষী বিজেপির হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাতে আমাদের জেতাতেই হবে মা-মাটি-মানুষের তৃণমূল কংগ্রেসকে। অন্তত আগামী একশো বছর তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া বাংলার আর কোনও বিকল্প নেই। তার চেয়েও বড় কথা, বাংলা নিরাপদ শুধু তার সে-ই মায়ের কাছে, যে তাকে বুকে ধরে আগলাবে। বাংলার সে-ই মায়ের নাম আমরা সবাই জানি— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা লড়ছেন, লড়বেন বাংলার জন্য, বাঙালির জন্য। সঙ্গে লড়ছেন আমাদের যুবনায়ক, একবিংশ শতাব্দীতে বাংলার যুবনাশ্ব মাননীয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আগামীর বাংলা যাঁর হাতে নিশ্চিত, নিরাপদ। বাংলাকে তাই জেতাতে আবারও প্রয়োজন তৃণমূল কংগ্রেসের। আজ-কাল-পরশু এবং এক শতাব্দী পরেও। তাই ছাব্বিশে আমরা সিপিএমের মতোই বিজেপিকেও শূন্য করে দিয়ে পুনরায় বিপুল ভোটে জেতাব মা-মাটি-মানুষের দলকে, জেতাব বাংলাকে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

14 October, 2025 • Tuesday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
১৪ অক্টোবর ২০২৫
মঙ্গলবার

জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডরের দ্বিতীয় দফার টানেল বোরিংয়ের কাজ শুরু হল। ফলে একাধিক জটিলতা কাটিয়ে মেট্রোর কাজে গতি এল। এই অংশের বোরিং নিয়ে জটিলতা ছিল

বনাঞ্চল দিয়ে স্কুলে যেতে ভয়
প্রাথমিক স্কুল হবে মাধ্যমিক

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বৃষ্টি আর ধসে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের পুনর্গঠনে গিয়ে এলাকার মানুষের দাবি মেটালেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার নাগরাকাটায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, এলাকার মানুষের সুবিধার্থে প্রাথমিক স্কুলকে মাধ্যমিকে রূপান্তরিত করা হবে। বনাঞ্চল পেরিয়ে স্কুলে যেতে ভয় পায় ছাত্রছাত্রীরা। তাই নিজেদের এলাকার স্কুলকেই উন্নীত করা হবে মাধ্যমিকে। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এই ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী নাগরাকাটায় বিপর্যস্ত এলাকায় গিয়ে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। নিজে হাতে তুলে দেন ত্রাণ। দ্রুত এলাকা পুনর্গঠনের আশ্বাস দেন। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এলাকার মহিলারা স্কুলে যাওয়া নিয়ে অসুবিধার কথা জানান। জানান, তাঁদের অঞ্চলে কোনও মাধ্যমিক স্কুল নেই। যেটি আছে, সেটি জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয়। এই কথা শুনেই চটজলদি সমাধানের আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘোষণা করেন, এলাকার প্রাথমিক স্কুলটিকেই মাধ্যমিকে রূপান্তরিত করা হবে। আমি ফিরে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে বলব, এলাকায় যে প্রাইমারি স্কুলটি আছে, সেটিকেই সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে।

■ নাগরাকাটায় মুখ্যমন্ত্রী।

একশো দিনের কাজ : সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রকে তোপ রাজ্যের

প্রতিবেদন : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও কেন্দ্র রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ শুরু করেনি। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক আটকে রেখেছে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে রাজ্যের বকেয়া বিপুল অঙ্কের টাকা। সুপ্রিম কোর্টে সোমবার এমনই অভিযোগ জানালেন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবাল। বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে সোমবার এই অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর সমর্থনে অপর আইনজীবী মুরলীধর বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার আদালত অবমাননা করেছে। এখন বিপাকে পড়ে যে কোনও উপায়ে আদালত অবমাননা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গের মনরেগা কার্ড হোল্ডাররা তাঁদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একই সুরে কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও। তাঁর অভিযোগ, খেটে খাওয়া মানুষগুলিই সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাঁদের রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ শোনার পরে দুই বিচারপতি জানান, দিওয়ালির ছুটির পর ২৭ অক্টোবর তাঁরা এই মামলার শুনানি করবেন। উল্লেখ্য, ১ অগাস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে মনরেগা প্রকল্পের আওতায় ১০০ দিনের কাজ শুরু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পাল্টা মামলা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই মামলার শুনানিতেই সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে রাজ্য সরকার ও একাধিক শ্রমিক সংগঠন।

২০২৬-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই মুখ্যমন্ত্রী পদে ফিরছেন : কাকলি

■ সোমবার বারাসত শহর তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী। ছিলেন ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার, রথীন ঘোষ, নারায়ণ গোস্বামী, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, দেবব্রত সরকার, দেবাশিস মিত্র, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, মিনু চক্রবর্তী, লিপ্সন মল্লিক প্রমুখ।

সংবাদদাতা, বারাসত: সোমবার বারাসতের বিজয়া সম্মিলনীতে কর্মীদের ঢল। এদিন স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে বারাসত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পালিত হল বিজয়া সম্মিলনী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাসতের সাংসদ তথা জেলা সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, সভাধিপতি তথা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান দেবব্রত সরকার, বারাসত শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দেবাশিস মিত্র, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মিনু চক্রবর্তী, টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, ছাত্রনেতা লিপ্সন মল্লিক-সহ অন্যরা। ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার বলেন, এদিনের অনুষ্ঠানে কর্মীদের উপস্থিত সর্বাধিক। তার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাও বেশি। মহিলাদের এই উপস্থিত সাংগঠনিক শক্তি আরও বাড়াবে। বিজেপি ভেদাভেদের রাজনীতি করছে। ওরা ঘরে ঘরে ঢুকে ভাঙন ধরাতে চাইছে। এসআইআরের নামে বাঙালিদের অধিকার কাড়তে চাইছে। ভোটার লিস্ট ঠিক করে দেখার জন্য ভাইফোঁটার পর বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, আমি লিখে দিতে পারি আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসই জিতবে। নারায়ণ গোস্বামী বলেন, নবীনরা দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁদের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনীতে কর্মীদের যা উপস্থিতি তা আগে কখনও দেখা যায়নি। মনে রাখতে হবে আগামী বিধানসভা নির্বাচন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী করার নির্বাচন। তাই আমাদের সবাইকে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ এসআইআর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ২০২৫ সালে কেন এসআইআর, এটা ২০১২, ২০২২ সালে হওয়ার কথা ছিল। কেন এখন করা হচ্ছে তার কোনও উত্তর নেই। ২০০৯ সালে বারাসত বিধানসভা পুনর্গঠন হয়। ফলে ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট ধরে ২০২৫ সালের ভোটার লিস্ট মিলিয়ে দেখে একটা ম্যাপিং করতে হবে। আগে থেকে সবাইকে এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ারও আবেদন জানান খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ।

বর্ষার বিদায় রাজ্যে হেমন্তের আমেজ শুরু

প্রতিবেদন: অবশেষে বর্ষার বিদায় বাংলা থেকে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এদিন গোটা বাংলা থেকেই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বিদায় নিয়েছে। এরফলে স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর ও দক্ষিণ দুই বঙ্গেই আপাতত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। আজ থেকে পরবর্তী রবিবার পর্যন্ত কলকাতা এবং আশপাশের এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। হেমন্তের অনুভূতি পেতে শুরু করবে বঙ্গবাসী। তীব্র বর্ষা বিদায় নিলেও এখনই রাজ্যে জাঁকিয়ে শীত পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। যদিও তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে। এই সময়ে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৩ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে।

■ দুর্যোগ কেটে গিয়েছে। সামনেই শ্যামাপুজো। কুমারটুলিতে শিল্পীরা প্রতিমায় শেষ তুলির টান দিচ্ছেন। সোমবার। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ফিরবে পুরনো চাকরি, ২৫ অক্টোবর কাউন্সেলিং

প্রতিবেদন: ২০১৬ সালের বাতিল প্যানেলের আনটেন্টেড চাকরিহারাদের মধ্যে যারা আগে সরকারি স্কুলে চাকরি করতেন চাইলে তাঁরা পুরনো চাকরিতে যোগ দিতে পারে। এমনটাই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এবার এই ধরনের চাকরিহারাদের ফের পুরনো কাজে ফেরানোর তোড়জোড় শুরু করল বিকাশ ভবন। শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, ৫৪৬ জনকে যাবতীয় নথি নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। আগামী ২৫ অক্টোবর কাউন্সেলিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছে তাঁদের। এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, ৫৪৬ জনকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। এরপর সেই নথি খতিয়ে দেখে দ্রুততার সঙ্গে তাদের পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হবে।

এসএসসি

চেয়ারম্যান আরও জানান, এই সমস্ত শিক্ষকরা যে আবার নিজেদের পুরনো স্কুলেই ফিরে যেতে পারবেন তেমনটা নয়। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর যে জেলায় যেমন জায়গা ফাঁকা থাকবে সেই অনুযায়ী নিয়োগ করা হবে তাঁদের। এতে সেই শিক্ষকরা নিজেদের জেলার স্কুল নাও হতে পারেন। এদিকে ৫৪৬ জন সংখ্যাটা যেহেতু কম নয় তাই খানিকটা সময় লাগলেও যত দ্রুত সম্ভব এসএসসি এই বিষয়টির সেরে ফেলতে চাইছে।

প্রসঙ্গত, পূর্ব মেদিনীপুর থেকে ১১৯, উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, কোচবিহার ও কলকাতা মিলিয়ে ১৩০ জনকে কাউন্সেলিংয়ে ডাকা হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর, আলিপুরদুয়ার, পুরুলিয়া, হাওড়া ও দক্ষিণ দিনাজপুর মিলিয়ে মোট ৭৮ জন, পশ্চিম বর্ধমান, শিলিগুড়ি, বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, মালদা, পূর্ব বর্ধমান থেকে ১১৪ জনকে ডাকা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ, ঝাড়গ্রাম, জলপাইগুড়ি, বীরভূম ও উত্তর দিনাজপুর মিলিয়ে ১০৫ জনকে ডাকা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে চাপে সিবিআই

প্রতিবেদন : আইপিএস রাজীব কুমার সংক্রান্ত মামলায় সিবিআইকে ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি বলেন, ছ'বছর ধরে আপনারা কী করছিলেন? কেন এতদিন পরে কোর্টে এলেন? রাজীব কুমারের পক্ষে আইনজীবী বিশ্বজিৎ দেব বলেন, মূলত হয়রান ও বদনাম করতে এই মামলা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টও জানিয়ে দেয়, এতদিন পরে এই মামলা চালিয়ে যাওয়ার অর্থ কী!

সময়সীমা বাড়াল রাজ্য

প্রতিবেদন: রাজ্যে নিযুক্ত সর্বভারতীয় ক্যাডারের অফিসারদের জন্য কেন্দ্রের নতুন ইউনিফায়েড পেনশন প্রকল্পে যোগদানের বিকল্প বেছে নেওয়ার সময়সীমা আরও দু'মাস বাড়াল রাজ্য অর্থ দফতর। ৩০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এই আবেদন করা যাবে বলে অর্থ দফতর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। আগের আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের আর্থিক পরিষেবা দফতর ও পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (পিএফআরডিএ)র সর্বশেষ নির্দেশ অনুসারে এই সময়সীমা আরও বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের এআইএস অফিসাররা এখন ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ইউপিএস-এ যোগদানের আবেদন করতে পারবেন।

রাজ্য

14 October, 2025 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডায়মন্ড হারবারে বিজয়া সম্মিলনীতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যালককে খুন করে গা ঢাকা দিয়েছিল জামাইবাবু। ঘটনার ৯ দিনের মাথায় অভিযুক্ত জামাইবাবু-সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করল বারুইপুর থানা

বিপর্যয় মোকাবিলায় নয়া পদক্ষেপ
বিশেষ ত্রাণ তহবিল গঠন রাজ্যের

প্রতিবেদন : প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় বিশেষ ত্রাণ তহবিল গঠন করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এই ত্রাণ তহবিলে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিল্পপতি, কর্পোরেট সংস্থা— সকলেই অর্থ সাহায্য করতে পারবেন। এই তহবিলের মূল লক্ষ্য ভবিষ্যতে যে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় অর্থ ব্যবহার করা।

উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি একা হাতে সামাল দিয়েছে রাজ্য। কেন্দ্র কোনওরকম সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। তাই এবার দুর্যোগ মোকাবিলায় নিজেরাই স্বাবলম্বী হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। খুব শীঘ্রই এই ত্রাণ তহবিলে অনুদান দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং ট্রান্সফার সংক্রান্ত নির্দেশিকা জানিয়ে দেওয়া হবে। এর ফলে সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে বড় বড় বাণিজ্য সংস্থা— সকলেরই অংশগ্রহণে একটি বৃহত্তর তহবিল গড়ে তোলা

সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা ও ভূমিধসের ফলে বহু মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি বহু পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি ত্রাণের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ ও মানুষের সহানুভূতিই বড় শক্তি হতে পারে। এর আগে কোভিড মহামারীর সময়ও রাজ্য সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইমার্জেন্সি রিলিফ ফান্ড গঠন করেছিল। সেই সময়েও সাধারণ মানুষ ও কর্পোরেট সংস্থা বিপুল পরিমাণ অর্থদান করেছিলেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, অর্থদাতাদের আয়কর ছাড়ের সুবিধাও দেওয়া হয়েছিল। এবারও রাজ্য সরকার সেই একই সুবিধা রাখার চিন্তাভাবনা করছে। সরকারের এই উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন বিপর্যস্ত মানুষদের তাৎক্ষণিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, তেমনই রাজ্যের দুর্যোগ মোকাবিলায় তহবিলও দীর্ঘমেয়াদি ও শক্তিশালী হবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অতীতে বারবার বলেছেন, দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে থাকা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই রাজ্যের এই নতুন ত্রাণ তহবিল উদ্যোগ। খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করে তহবিলের নাম, ব্যাঙ্ক বিবরণ ও অনুদান দেওয়ার পদ্ধতি জানানো হবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রেখেই শোভাযাত্রা

■ চন্দননগরে প্রশাসনিক বৈঠকে বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী

সংবাদদাতা, চন্দননগর: জগদ্ধাত্রী পুজোয় চন্দননগরে প্রতি বছর শোভাযাত্রার দিন বেশ কিছুক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ বন্ধ রাখা হয়। তবে এই বছর সরবরাহ সচল রেখেই হবে শোভাযাত্রা। এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রশাসনিক বৈঠকে। সামনেই জগদ্ধাত্রী পুজো, লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামে চন্দননগর, মানকুণ্ডু এবং ভদ্রেশ্বরে। এবার পুজোয় বাড়তি নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক হল প্রশাসনের তরফে। পুজো কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এই বৈঠকে। সোমবার চন্দননগর রবীন্দ্রভবনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি, জেলাশাসক মুক্তা আর্য, চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী, উপ মহানাগরিক মুন্না আগরওয়াল, ভদ্রেশ্বরের পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিক-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। অনলাইনে কিভাবে মিলবে পুলিশের অনুমতি সেটিও এদিন পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের দেখিয়ে দেওয়া হয়। বিদ্যুৎ দফতরের রিজিওনাল ম্যানেজার মধুসূদন রায় জানান, দু'বছর আগে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল বসানোর কাজ শুরু হয়েছিল সেই কাজ শেষ হয়েছে। এইবছর তাই নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু থাকবে।

মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী শোভাযাত্রা শুধুমাত্র চন্দননগরের গর্ব নয়, গোটা বিশ্বের গর্ব। শোভাযাত্রা দেখতে আসা দর্শনার্থীদের জন্য এর আগে চন্দননগরে ভাল থাকার জায়গা ছিল না। বর্তমানে পর্যটন দফতর কেএমডিএ পার্কে ভাল থাকার জায়গা করে দিয়েছে, যার নাম রাখা হয়েছে আলো রিসর্ট। পাশাপাশি ১০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মাটির তলা দিয়ে বিদ্যুতের লাইন বসানোর কাজ প্রায় শেষের দিকে। এবছর পুজোর সপ্তমীর আগেই সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, এবছর আরও নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে। পুজো কমিটিগুলোকে অনুরোধ করা হয় রাস্তায় ডিজে বাজানো এবং লেসার শো না করতে। প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কিছু ঘটলে তা পুলিশকে জানানোর পরামর্শ দেন তিনি। এবার সিসিটিভি বাড়ানো হচ্ছে। ড্রোনে নজরদারি চলবে। পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্স বুথের দায়িত্বে থাকবেন পদস্থ আধিকারিকরা। গোয়েন্দা এবং সাদা পোশাকের পুলিশও থাকবে।

শ্লীলতাহানির অভিযোগ, ধৃত বিজেপি নেতা

প্রতিবেদন : এবার নাবালিকার শ্লীলতাহানিতে গ্রেফতার বিজেপি নেতা। বেলঘরিয়ার নন্দনগড়ে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে স্থানীয় দেবাশিস চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিকে। ধৃত বেলঘরিয়া এলাকার সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করে এক নাবালিকার পরিবার। অভিযোগ, খেলার অছিলায় ওই নাবালিকাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করা হয়। এরপরই বেলঘরিয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ।

কসবা : জামিন নিরাপত্তারক্ষীর

প্রতিবেদন : কসবা আইন কলেজে ছাত্রী-ধর্ষণের ঘটনায় জামিন পেলেন নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার আলিপুর সেশন আদালত শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। গত জুনে দক্ষিণ কলকাতা ল কলেজের ঘটনায় কলেজের নিরাপত্তারক্ষী-সহ চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই মামলায় প্রথম কাউকে জামিন দিল আদালত। শর্ত দেওয়া হয়েছে, মামলায় সমস্তরকম সহযোগিতা করতে হবে তাঁকে। সাক্ষীদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করতে পারবেন না।

৭৭৫টি পেঁয়াজের গোলা রাজ্যে

সংবাদদাতা, হুগলি: রাজ্যের কৃষি বিপণন দফতরের উদ্যোগে এবার পেঁয়াজ গোলা তৈরি করা হবে। এমনটাই জানিয়েছেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। তিনি বলেন, পেঁয়াজ গোলা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন মাপের গোলা তৈরি করা হবে। ৯ কোটি ৬৫ লাখ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গোটা রাজ্যে এই জন্য ২২৬১ জন কৃষক আবেদন করেছেন। হুগলি জেলায় ১৭৫ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে লটারির মাধ্যমে। এঁরা প্রত্যেকেই ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করে সরকারি ভরতুকি পাবেন। এর ফলে নাসিক, মহারাষ্ট্রের উপর থেকে নির্ভরতা কমবে। অসময়ে পেঁয়াজের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার প্রবণতাও কমবে। অনেক সময় দেখা যায় হঠাৎ করেই পেঁয়াজের দাম ১০০ টাকা ছাড়িয়ে যায়। এরফলে সেটা আর হবে না। এতে চাষিরা উৎসাহ পাবে। সরকারের তরফ থেকে সব রকমের সহযোগিতা কৃষকদের করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। মন্ত্রী জানান, ১০টি পেঁয়াজ উৎপাদক জেলায় ৭৭৫টি পেঁয়াজ গোলা তৈরি করা হবে। তার মধ্যে হুগলিতেই রয়েছে ১৭৫টি।

বিশেষ কর্ম-পরিকল্পনা রাজ্যের

ডেঙ্গি প্রতিরোধ

প্রতিবেদন : ডেঙ্গি নিয়ে বিশেষ সতর্ক রাজ্য। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ইতিমধ্যেই ডেঙ্গি প্রতিরোধে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা রূপায়ণের নির্দেশ দিয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর, পুর দফতর ও জেলা প্রশাসন যৌথভাবে নজরদারি চালাচ্ছে। কলকাতা ও সন্নিহিত এলাকায় ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়তে শুরু করায় স্বাস্থ্য ভবন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শীর্ষ পাঁচ আক্রান্ত জেলার মধ্যে রয়েছে কলকাতা ও তার লাগোয়া উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলি। মুর্শিদাবাদে সর্বাধিক ডেঙ্গি আক্রান্ত। জাঁকিয়ে শীত না পড়া পর্যন্ত এই প্রকোপ অব্যাহত থাকবে। এই অবস্থায় নাগরিকদের প্রতি তাঁদের বার্তা, বাড়ির ছাদ, বারান্দা ও পাত্রে জল জমতে দেওয়া যাবে না। সপ্তাহে একদিন শুকনো রাখার অভ্যাসই ডেঙ্গি প্রতিরোধের মূল চাবিকাঠি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিটি পুরসভা ও পঞ্চায়েতকে সচেতন থাকতে হবে। সেইসঙ্গে কলকাতা ও জেলার বড় সরকারি হাসপাতালগুলিতে ডেঙ্গি ও ভাইরাল জ্বরের রোগীদের জন্য পৃথক বেড সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

এসআইআরের বিরুদ্ধে আন্দোলনে

(প্রথম পাতার পর) ধরে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করেন অভিষেক। অনুষ্ঠান ঘিরে উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য মানুষ এবং ছিলেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। হাতে পোস্টার ব্যানার। সকলের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং ঘরোয়া আলোচনা। কালীপুজো, ভাইফোঁটা, ছটপুজোর পর্ব মেটার পরেই এসআইআর বিরোধী আন্দোলন যে আরও জোরদার হবে এবং নির্বাচনী প্রস্তুতিও যে পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে তা অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় নেতাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন। উন্নয়নের যে সমস্ত কাজ এখনও বাকি আছে তা শেষ করতে হবে। জনপ্রতিনিধিদের বলেন, মানুষের উন্নয়নের আর কী কী কাজ প্রয়োজন তার বিধানসভা ভিত্তিক তালিকা তৈরি করে জমা দিতে হবে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ডায়মন্ড হারবারে সেবাশ্রয় ক্যাম্প শুরু হবে। আমাদের পাড়া আমাদের কর্মসূচিতে দলের সর্বস্তরের কর্মীদের অংশ নিতে নির্দেশ দেন। প্রতিটি বিধানসভা ও ব্লক স্তরে বিজয়া সম্মিলনীতে দলের পুরনো কর্মীদের পাশাপাশি গুণিজনদের সংবর্ধনা দেওয়ার কথাও বলেন অভিষেক। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, বিধায়ক অশোক দেব, শওকত মোল্লা, জেলা পরিষদের নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গির খান-সহ দলের সংসদীয় এলাকার শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

সিঙ্গুরের জমি কৃষকদেরই

(প্রথম পাতার পর) এদিন জানায়, ২০১৬ সালে সিঙ্গুর মামলার মূল রায়েও সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, সিঙ্গুরের অব্যবহৃত জমির মালিকানা ফেরত পেতে পারেন শুধু সেখানকার কৃষকরা। কোনও বাণিজ্যিক সংস্থা এই সব জমির মালিকানা পাবে না। এদিন সেই রায়ের উল্লেখ করেই কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া রায়কে খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

সোমবার সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে, তিন মাসের মধ্যে সিঙ্গুরের জমিতে পড়ে থাকা নিজেদের জিনিসপত্র-সহ সমস্ত সামগ্রী সরিয়ে নেবে শান্তি সেরামিক্স প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থা। পরিবর্তে তারা রাজ্য সরকারের কাছে ওই সব সামগ্রী নিলামের আর্জিও জানাতে পারবে। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার নিলামের খরচ কেটে নিলাম থেকে প্রাপ্য বাকি টাকা শান্তি সেরামিক্সকে দিয়ে দেবে।

মুশকিল আসান মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর) ফলে সেখানে যান, সমস্ত পরিষেবা পাবেন। যাঁদের বাড়িঘর ভেঙে গিয়েছে, তাঁদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। গরু-ছাগল হারালেও নাম লেখান। প্রশাসন সাহায্যের জন্য রয়েছে। দ্রুত সব ঠিক করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই দুর্গতদের ক্ষয়ক্ষতির হিসেবে নেওয়াও শুরু হয়েছে শিবিরে।

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয়বারের এই সফর নতুন করে সাহস জোগাল দুর্গত মানুষদের। কেউ তাঁর হাতে ফুল দিলেন, কেউ কৃতজ্ঞ চোখে বললেন, দিদি এলেন, আমরা ভরসা ফিরে পেলাম। এদিন ফের মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন, যতক্ষণ না তারা আবার ঘুরে দাঁড়ায়, মানুষের কষ্টে পাশে থাকুন।

বাংলার চাপে বৈঠক নদী কমিশনের

(প্রথম পাতার পর) সবটাই আমাদের করতে হয়। দিল্লি এক পয়সাও দেয় না। তাঁর কথায়, কেন্দ্র যদি আমাদের দাবি মেনে ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন তৈরি করত, তবে ভুটানের জলে এত বড় ক্ষতি হত না। উত্তরবঙ্গে এই পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি ঠেকানো যেত, শুধুমাত্র কেন্দ্রের উদাসীনতায় আজ এত বড় বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়েছে বাংলাকে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
14 October, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

প্রতারক গ্রেফতার

কম নম্বর পাওয়া ছাত্রীদের 'নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার টোপ' দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক। দক্ষিণ দিনাজপুর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশের জালে গঙ্গারামপুর থানার অশোকগ্রামের বাসিন্দা জুলিয়াস মোল্লা। অভিযোগ, বালুরঘাট গার্লস কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী মাইনো হাঁসদার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে পরীক্ষার নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা দাবি করেছিল জুলিয়াস। প্রলোভনে পড়ে মাইনো টাকা পাঠান, কিন্তু পরে বুঝতে পারেন প্রতারিত হয়েছেন। এরপরই দক্ষিণ দিনাজপুর সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ১০ অক্টোবর রাতে গ্রেফতার করা হয় জুলিয়াসকে। ১১ অক্টোবর বালুরঘাট আদালত তাকে পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজত দিয়েছে।

গাড়ি থেকে চুরি

পুজোর মরশুমে ফের সোনার দোকানের মালিকের গাড়ি থেকে চুরি। হাতিয়াডাঙায় ব্যস্ততম রাস্তায় রাত আটটা নাগাদ সোনার দোকানের মালিকের গাড়ি থেকে সবকিছু নিয়ে চম্পট দিল দুই চোরের দল। অভিযোগ পেয়ে আশিঘর আউট পোস্ট তদন্তে নেমেছে। ব্যবসায়ী স্বপন হালদার জানান, প্রতিদিনের মতো রবিবার দোকানের মালপত্র যা ছিল সেইসব নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ফেরার পথে এক হার্ডঅয়্যারের দোকানে কিছু কেনার জন্য ঢোকেন। সেখান থেকে বেরিয়ে দেখেন গাড়ি থেকে দুই দুষ্কৃতী সব নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

যুবকের রহস্যমৃত্যু

ফুলবাড়িতে সাতসকালে মর্মান্তিক ঘটনা। বছর ৩৫ তরতাজা যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুতে শোকের ছায়া এলাকায়। ফুলবাড়ি পশ্চিম ধনতলা এলাকায় সোমবার সকালে এক বৃদ্ধা প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে বাড়ির পাশেই এক বারান্দায় এক যুবকের দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। নাম জগদীশ বর্মন, বয়স ৩৫। বাড়িতে যুবক একাই থাকতেন বলে জানা যায়।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তৈরি হচ্ছে অস্থায়ী সেতু।

ত্রাণকার্য চালাতে ভাঙা সেতুর পাশে গড়া হল অস্থায়ী সাঁকো

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায় ধূপগুড়ি মহকুমার গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুল্লাপাড়া ও কুর্শামারি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রেললাইন সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি বন্যার জলের তোড়ে ভেঙে পড়ে। সেতু না থাকায় ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যেও দেখা দেয় সমস্যা। প্রশাসনের কর্মীদের কয়েক কিলোমিটার ঘুরে পৌঁছতে হচ্ছে দুর্গত গ্রামে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দ্রুত ব্যবস্থা নেন স্থানীয় প্রশাসন। ভাঙা সেতুর পাশে অস্থায়ীভাবে তৈরি করা হয় বাঁশের সাঁকো যাতে অন্তত প্রয়োজনীয় যাতায়াত ও ত্রাণ বিতরণ চালিয়ে যাওয়া যায়। ধূপগুড়ির বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায় বলেন, এই দুর্যোগেও প্রশাসন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করেছে। ভাঙা সেতুর জায়গায় অস্থায়ীভাবে বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হয়েছে, যাতে কেউ বিচ্ছিন্ন না থাকে। খুব শীঘ্রই স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজও শুরু হবে। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, উত্তরবঙ্গকে ফের আগের ছন্দে ফিরিয়ে আনায়, তাই দিন-রাত এক করে কাজ চলছে।

অশান্তি পাকাতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে মালতী

সংবাদদাতা, কোচবিহার : এলাকায় অশান্তি পাকাতে গিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে হল বিজেপির তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভাকে। তারই প্রতিশোধ নিতে বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল কর্মীদের উপর বাঁশ, লাঠি হাতে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। সোমবার, তুফানগঞ্জ শহরের ঘটনা। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, শান্ত এলাকাকে বারংবার অশান্ত করতে আসেন তুফানগঞ্জের বিজেপির বিধায়ক মালতী রাভা। তাই এলাকার সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ দেখিয়েছেন। তৃণমূল কাউন্সিলর গৌতম সাহা বলেন, বিজেপির বিধায়ক মানুষের বিপদে পাশে থাকেন না। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতেও তাঁকে দেখা যায়নি। অথচ শান্ত তুফানগঞ্জকে অশান্ত করে তুলতে এলাকায় এসেছিলেন। তাই সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এক রাতে দুই মন্দিরে চুরি

সংবাদদাতা, ইংরেজবাজার : আবারও চাঞ্চল্য ইংরেজবাজার থানার কাঞ্চনটাওয়ায়। রবিবার গভীর রাতে দুটি মন্দিরে চুরি হয়েছে। সোমবার সকালে কালী মনসা মন্দিরে পুজো দিতে এসে ভক্তরা দেখেন ভাঙা তালা ও খালি গয়নার বাক্স। মা মনসার সোনা ও রুপোর অলংকার নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ঠিক ১০০ মিটার দূরে রাধাগোবিন্দ মন্দিরেও ঘটে একই কাণ্ড। টানা দুটি মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

বিধায়কের উদ্যোগে রাস্তার মেরামতি শুরু

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের, বিবেকানন্দ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নোনাই নদী সংলগ্ন রাস্তা প্রবল জলের স্রোতে ভেঙে গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার বিধানসভার ১২/১৬০ ও ১২/১৬১ এই দুই বুথ সংলগ্ন রাস্তাটি ব্যবহার করেন এলাকার প্রায় পাঁচ হাজার বাসিন্দা। দ্রুত সেটি মেরামত না করলে পুরো রাস্তাটাই চলে যাবে নোনাই নদীর গর্ভে। তাই বিষয়টি নিয়ে সেচ দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল আপাতকালীন অর্থ মঞ্জুর করান। ইতিমধ্যেই নদী সংলগ্ন ওই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করে দিয়েছে সেচ দফতর। এই বিষয়ে বিধায়ক জানান, আগে নদী ওই রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে ছিল। একটা পুরনো নেটের বাঁধও ছিল। কিন্তু সেই বাঁধ এখন আর নেই। রাস্তাটি ভেঙে সমস্যা হচ্ছিল, জরুরি ভিত্তিতে কাজ শুরু করা হয়েছে।

কাজের তদারকিতে সুমন কাঞ্জিলাল।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঘুরলেন বিধায়ক জয়প্রকাশ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আলিপুরদুয়ার জেলায় বন্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর রিভিউ মিটিংয়ের পর সোমবার মাদারিহাট ব্লকের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন বিধায়ক জয়প্রকাশ টপ্পো। ৫ অক্টোবর প্রবল বন্যায় মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের বেশ কিছু জায়গায় পাহাড়ি নদীর তাণ্ডবে নদীর বাঁধ ভেঙে যায়। পাহাড় থেকে নেমে আসা জলে বীরপাড়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেশ কিছু জায়গা প্লাবিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সোমবার জয়প্রকাশ রামঝোরা ও ধুমচিপাড়া চা-বাগানের বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। গ্রামবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন। বাঁধের দাবির পাশাপাশি গ্রামবাসীরা তাঁকে জানান, গ্রামে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের জলপ্রকল্প তৈরি হয়ে রয়েছে, কিন্তু বিদ্যুতের সংযোগের সমস্যায় জল পাচ্ছেন না তাঁরা। তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট দফতরে ফোন করে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ আনিয়ে বাড়ি বাড়ি জলের পরিষেবা চালু করতে নির্দেশ দেন বিধায়ক।

শিলিগুড়িতে ই-রিকশা রেজিস্ট্রেশন শুরু

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শহর শিলিগুড়িতে সোমবার থেকে শুরু হল ই-রিকশা রেজিস্ট্রেশন। শহরের ই-রিকশাগুলোকে সরকারি নিয়মের আওতায় আনতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের নয়া উদ্যোগ। মোট পাঁচ জায়গায় রেজিস্ট্রেশন করা হবে। নীলনলিনী বিদ্যামন্দির, ১ নম্বর বোরো, ৪ নম্বর বোরো ও ৫ নম্বর বোরো সহ ট্রেজারি বিল্ডিং কোর্ট মোড়ে রেজিস্ট্রেশনের সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই রেজিস্ট্রেশনের মূল নথি হিসেবে ব্যাংক লিঙ্ক, আধার কার্ড এবং ই-রিকশা যেখান থেকে কেনা হয়েছে তার বৈধ নথি দেখাতে হবে। রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার পর দু'বছরের মধ্যে স্ক্র্যাব করে ই-রিকশা পরিবর্তন করতে পারবে তারা। Https/dtenwb.in এই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাঁরা ই-রিকশা চালান তাঁরা বাড়িতে বসেই রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন মেয়র। অনুষ্ঠানে ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি রঞ্জন সরকার, মহকুমা শাসক অবোধ সিংহল, প্রতুল চেয়ারম্যান, গার্গী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে বলে জানান মেয়র। টোটোগুলিকে নথিভুক্ত করানোর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরের মানুষ।

নথি তুলে দিচ্ছেন গৌতম দেব।

কৃষিসামগ্রী বিতরণে মোশারফ

সংবাদদাতা, ইটাহার : রাজ্য কৃষি দফতরের উদ্যোগে ও বিধায়ক মোশারফ হোসেনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলা কৃষি সেচ যোজনার অন্তর্গত কৃষকদের কৃষিসামগ্রী বিতরণ করা হল সোমবার। এদিন ইটাহার শ্রীপুর ব্লক কৃষি দফতর প্রাঙ্গণে ব্লকের বিভিন্ন এলাকার ৭৬ জন কৃষকের হাতে বিনামূল্যে কৃষিকাজের নানা ধরনের সামগ্রী কৃষকদের হাতে তুলে দেন মোশারফ। ছিলেন ব্লক কৃষি আধিকারিক গৌরব সাহা, জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ কার্তিক দাস, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ উপেন কিসকু, স্বরূপ মজুমদার প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

14 October, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৪ অক্টোবর ২০২৫
মঙ্গলবার

ডিমারি বাজারে দশকর্মার দোকানে আড়ালে চলছিল নিষিদ্ধ বাজি বিক্রি। খবর পেয়ে রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৪০ কেজি বাজি-সহ বিক্রেতা বিক্রেতা তপন চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করল তমলুক থানার পুলিশ

জঙ্গলমহলে বিজেপিতে ধস দুশোর বেশি কর্মী তৃণমূলে

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জঙ্গলমহলে ক্রমেই ধস নামছে বিজেপিতে। পরপর দু'দিনে চার শতাধিক বিজেপি কর্মী-সমর্থক যোগ দিলেন তৃণমূলে। রবিবার নয়াগ্রামে তিনশোর বেশি কর্মী বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর সোমবার জেলার গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের তপশিয়ায় অনুষ্ঠিত বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে ৭৫টি পরিবারের দুশোর বেশি বিজেপি কর্মী-সমর্থক ফের তৃণমূলে যোগ দিলেন। নবাগতদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন জেলা নেতৃত্ব। ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, জেলা সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, ব্লক তৃণমূল সভাপতি টিঙ্কু পাল, জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, যুব সভাপতি অনুপম মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক শর্বরী অধিকারী ও লোকেশ কর প্রমুখ। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও হতাশা থেকেই বহু নেতা ও কর্মী-সমর্থক দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। ব্লক সভাপতি টিঙ্কু পাল বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে আসছেন। আগামী দিনেও অনেকেই তৃণমূলে আসবেন। এই যোগদান প্রমাণ করে, জঙ্গলমহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের বার্তা মানুষের হৃদয়ে পৌঁছেছে।

নবাগতদের হাতে পতাকা তুলে দেওয়া চলছে।

বর্ধমান মেডিক্যাল হস্টেলে মদ বিক্রির অভিযোগে তুলকালাম

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান মেডিক্যালের সোশ্যালে কলেজ হস্টেল থেকে মদ বিক্রির অভিযোগ ঘিরে সোমবার দুপুরে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দিল কলেজ চত্বরে। দুই ছাত্র গোষ্ঠীর স্লোগান-পাল্টা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মেডিক্যাল কলেজ চত্বর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ। এদিন কলেজে টিচার্স কাউন্সিলের মিটিং ছিল। হাউসস্টাফ শুভ্রনীল ঘোষের অভিযোগ, বার্ষিক অনুষ্ঠান স্পন্দন-এ ৭ নং বয়েজ হস্টেল থেকে অবৈধভাবে মদ বিক্রি হয়েছিল। প্রিন্সিপালের কাছে অভিযোগ জমা দিই। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এদিন কলেজে বৈঠক হচ্ছে। ফলাফল জানতেই শান্তিপূর্ণভাবে অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের বের করে দেওয়ার চেষ্টা হয়। তার প্রতিবাদে ধরনায় বসেছি। তাঁদের দাবি, হস্টেলে মদ বিক্রিতে যুক্তরাই একসময় আরজি কর নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার দাবি জানায়। তারাই হস্টেলে মদ বিক্রি করছে। অধ্যক্ষা মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, টিচার্স কাউন্সিলের বৈঠকে আলোচনা হলেও সমাধান সূত্র না মেলায় স্বাস্থ্যভবনে অভিযোগ পাঠানো হবে।

পাড়া শিবিরে ওঠা সমস্যা দ্রুত মিটবে আশ্বাস বিধায়কের

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজো শেষ হলেও বাকি রয়েছে কালীপুজো। এরই মধ্যে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির ফের শুরু হয়ে গেল। সোমবার সালানপুর ব্লকের দেন্দুয়া পঞ্চায়েত এলাকার নাকড়াজোড়িয়ায় ৪৮, ৪৯, ৫০ নম্বর বুথের বাসিন্দাদের নিয়ে শিবিরে যোগ দেন বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন মহম্মদ আরমান, ভোলা সিং, মনোজ তেওয়ারি-সহ অন্যরা। বিধায়ক বলেন, বেশ কিছু কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেগুলির মধ্যে হাইমাস্ট আলো, আইসিডিএস সেন্টার, রাস্তা, নর্দমা, পানীয় জল আছে। শিবির ওঠা কাজগুলি শীঘ্রই রূপায়িত করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। দেন্দুয়ার পঞ্চায়েত প্রধান সুপ্রকাশ মাজি বলেন, আইসিডিএস কেন্দ্রে বিদ্যুতের ব্যবস্থা, শ্মশানে পাঁচিল দেওয়া, স্কুলঘরের ছাদ সংস্কারের মতো বিষয়গুলিতে বিধায়ক অন্য তহবিল থেকে অর্থের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

ফ্লাইওভার দেখতে গেলেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, ডেবরা : রবিবার ডেবরার বালিচক রেলগেটের উপর অসম্পূর্ণ ফ্লাইওভার পরিদর্শনে গিয়ে বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবীর নিত্যযাত্রী এবং এলাকাবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। এলাকার মানুষ জানান, খুব ধীর গতিতে কাজ হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিধায়ক বিভিন্ন দফতরে কথা বলেন। কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করায় কোন জায়গায় সমস্যা রয়েছে, তার ফটো কপি দিয়ে জেলাশাসককে আবেদন করবেন বলে জানান বিধায়ক। ডেবরা বাজার এলাকাও পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন সীতেশ ধাড়া, ভজহরি সিং প্রমুখ।

যাত্রীস্বার্থে ডেপুটেশন শহর তৃণমূলের

স্টেশন চত্বরে সভায় ছিলেন, খবর পেয়েও দুর্ঘটনাস্থলে যাননি বামনেতা সেলিম

সংবাদদাতা, বর্ধমান : রবিবার বিকালে যখন বর্ধমান স্টেশনে হুড়োহুড়ির কারণে পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সেসময় সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম স্টেশন এলাকাতেই সভা করছিলেন। ঘটনার পরমুহূর্তেই খবর পেলেও তিনি বা দলের কেউই জখম যাত্রীদের উদ্ধারে বা পরিস্থিতি দেখতে যাননি। উল্টে সেলিম সাংবাদিকদের কটাক্ষ করেন। যা নিয়ে সিপিএমের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা চলছে। রবিবারের এই ঘটনায় সোমবার বর্ধমান স্টেশনে যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করে বর্ধমান শহর তৃণমূল কমিটি। বিধায়ক খোকন দাস, শহর সভাপতি তন্ময় সিংহরায়ের নেতৃত্বে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ৭ দফা দাবিপত্র দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, রবিবার বিকালে ওভারহেড ফুটব্রিজ দিয়ে ট্রেন ধরতে নামতে গিয়ে ১০ জন যাত্রী জখম হন। একজনের মাথা ফাটে, কয়েকজন সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়েন। এই ঘটনায় রেলের যাত্রী নিরাপত্তা এবং রেল পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এদিন পূর্ব রেলের জিএম মিলিন্দ দেওয়াস্কার জানান, রবিবারের ঘটনায় ৫ সদস্যের তদন্তকারী দল গঠিত হয়েছে। তারা তদন্ত করে রিপোর্ট দেবে।

বর্ধমান শহর তৃণমূলের তরফে স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি।

নিহত সেনার বাড়ি বিধায়ক

সংবাদদাতা, সিউড়ি : তুষারঝড়ে মৃত সেনা সুজয় ঘোষের বাড়ি সোমবার গিয়ে সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সুজয়ের বাবা বিধায়কের কাছে আবেদন জানান, পরিবারের একজনকে রাজ্য সরকার চাকরি দিলে তাঁদের পরিবার আর্থিক স্বস্তি পায়। তাঁর এই আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবেন জানিয়ে বিধায়ক বলেন, সুজয় ঘোষের একটি মূর্তি বানানো হবে তাঁর গ্রামে। বিধায়ক তহবিল থেকে খরচ বহন করা হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে সাংসদ

প্রতিবেদন : ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেল্থ ডে উপলক্ষে নানা কর্মসূচি চলছে। বারাসতের ক্লিনিক ব্রেইন নিউরো সাইক্রিয়াটিক ইনস্টিটিউট অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার রবিবার পাইওনিয়ার সংলগ্ন ইনস্টিটিউটের সামনে থেকে পদযাত্রা এবং আলোচনাসভার আয়োজন করে। পদযাত্রার সূচনা করেন পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়। ছিলেন ইনস্টিটিউটের কর্ণধার ডাঃ গৌতম সাহা, ডাঃ সুমিতকুমার সাহা, ডাঃ তীর্থঙ্কর দাশগুপ্ত প্রমুখ। পরে বিদ্যাসাগর হলে আলোচনা করেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, দেবব্রত পাল, অভিজিৎ নাগ চৌধুরি প্রমুখ।

পরিবেশবান্ধব বাজি বিক্রি করে আয়ের মুখ দেখবেন ব্যবসায়ীরা

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • তমলুক

- ১৭০ জনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ জেলা প্রশাসনের
- পূর্ব মেদিনীপুরে অনুমতি দেওয়া হল ৬৮ জনকে
- আগামী বছর থেকে হবে গ্রিন বাজি মেলা

পরিবেশবান্ধব বাজি বিক্রি করে এবার আয়ের মুখ দেখবেন পূর্ব মেদিনীপুরের বাজি ব্যবসায়ীরা। কালীপুজোর আগে জেলা প্রশাসনের তরফে কাঁথি ও তমলুক মহকুমার ৬৮ ব্যবসায়ীকে এই বাজি বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আগামী ৬ মাস তাঁরা জেলায় এই বাজি বিক্রি করতে পারবেন। তবে পরিবেশবান্ধব বাজির আড়ালে নিষিদ্ধ শব্দবাজি যাতে বিক্রি না হয় সে ব্যাপারে কড়া নজর জারি রাখবে প্রশাসন। উল্লেখ্য, জেলায় এগরার খাদিকুলে বছরখানেক আগে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে নিষিদ্ধ বাজি তৈরির সময় বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ১১ জনের। তার পর থেকেই পুলিশ প্রশাসনের তরফে জেলাজুড়ে নিষিদ্ধ বাজি রুখতে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়। পরিবেশবান্ধব বাজি তৈরিতে জোর দিতে গত বছর জেলা প্রশাসন ১৭০ জন বাজি ব্যবসায়ীকে এমএসএমই-র মাধ্যমে এনভায়রমেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়। রাজ্যে প্রথম এই প্রশিক্ষণ পান এই জেলার ব্যবসায়ীরা। তবে এখনও পর্যন্ত বাজি তৈরির কোনও লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। হলদিয়া ও এগরা মহকুমার ব্যবসায়ীরা অনুমতি না পাওয়ায় হতাশ। প্রশিক্ষণ পেয়েও জেলার কেউ বাজি তৈরির অনুমতি না পেয়ে প্রশাসনের কাছে অনুমতির দাবি জানিয়েছেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, কালীপুজোর আগে যে ৬৮ জন বাজি বিক্রির অনুমতি পেয়েছেন তা বহাল থাকবে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত। এরপর ফের তাঁরা লাইসেন্স নবীকরণ করতে পারবেন। সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাপতি নিশীথ রাউত বলেন, আমরা গ্রিন বাজিমেলা করার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছি। আগামী বছর থেকে গ্রিন বাজিমেলা হবে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
14 October, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জেলায় জেলায় সাড়ম্বর পালিত হল তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী

■ বিষ্ণুপুরের ইন্দাস ব্লকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যরা।

■ দুবরাজপুরের যশপুরে বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, অনুব্রত মণ্ডল, বিকাশ রায়চৌধুরি প্রমুখ।

■ রামপুরহাটে সাংসদ শতাব্দী রায় ও দেবাংশু ভট্টাচার্য।

■ বংশীহারি ব্লকে বুনিয়াদপুর পুর শহরের সুকান্ত ভবনে ক্রেতাসুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, পার্থপ্রতিম মজুমদার প্রমুখ।

■ মালদহে রাজ্যসভার সংসদ সামিরুল ইসলাম, বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি, সাংসদ মৌসম নুর, প্রসেনজিৎ দাস, বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়, অজয় সিংহ প্রমুখ।

■ তমলুকে তৃণমূল নেতা সুদীপ রাহা।

দাপুটে বিজেপি নেতা দলবল নিয়ে তৃণমূলে

■ যোগদানকারীদের হাতে পতাকা দিচ্ছেন দেবাশিস গাঙ্গুলি। সোমবার।

নদিয়া

সংবাদদাতা, নদিয়া : বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে বিজেপির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন তিনশোর বেশি কর্মী। সোমবার তৃণমূলের নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার হাঁসখালি ব্লকের বগুলাতে। সেখানেই স্থানীয় বিজেপির জনপ্রিয় নেতা নির্মল ঘোষ তিনশোর বেশি কর্মী-সমর্থক নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস গাঙ্গুলির হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে। নির্মল পরে জানান, যেভাবে সারা ভারতে বাঙালিদের প্রতি অত্যাচার হচ্ছে, বিজেপি বাঙালিবিদ্বেষ সারা ভারতে ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং এসআইআর-এর নাম করে মানুষের হয়রানি করছে, তারই প্রতিবাদে তিনি দল ছেড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়ালেন। দেবাশিস জানান, বিজেপির জনপ্রিয় নেতা নির্মল ঘোষের যোগদানে হাঁসখালি ব্লকের বগুলায় তৃণমূলের শক্তি অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে।

■ কোচবিহার জেলায় টোটো গাড়ির নিয়মিতকরণ এবং ডিজিটাইজড অস্থায়ী টোটো এনরোলমেন্ট নম্বর বা টিটিইএন প্রদান সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হল জেলাশাসকের দফতরে। সোমবার বিকেল ৫টায়, কনফারেন্স হলের সভাকক্ষে। ছিলেন জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা, চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ডিএসপি ট্রাফিক প্রমুখ।

দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়ার গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার আরও দুই, বিরোধীদের মিথ্যাচার

প্রতিবেদন : দুর্গাপুরের শোভাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের চিকিৎসক ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনায় সোমবার পুলিশ গ্রেফতার করল আরও দুজনকে। ধৃতদের নাম শেখ নাসিরউদ্দিন ও শেখ শফিক। দুজনের বাড়ি বিজরা গ্রামে। এর আগে তিনজনকে নিয়ে ধৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৫ জন। এটি অত্যন্ত বাজে ঘটনা বলে উল্লেখ করে এই নিয়ে বিরোধীদের কুৎসার জবাব দিয়ে তৃণমূল রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ সংবাদ মাধ্যমে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এমন ঘটনা গোটা দেশে ঘটছে। এখানে রাজ্যের পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে। দুর্গাপুরে ওড়িশার মহিলা কমিশন আসছে শুনে তাঁর মন্তব্য, ওরা তো বেছে বেছে যায়। ওড়িশাতেই তো পর পর নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। পুরীর সমুদ্র সৈকতে পর্যটক ধর্ষণ হলে তখন সে রাজ্যের বিজেপি প্রশাসন, মহিলা কমিশন কী করছিল? শুনেছি বাংলার রাজ্যপালও যাচ্ছেন। রাজ্যপালের চেয়ার সম্মানজনক। কিন্তু তাঁর নামেই তো একাধিক মহিলার অভিযোগ আছে। নৈতিক সাহস থাকলে যাঁরা তাঁর নামে নারী নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন, তাঁদের সামনে, মিডিয়ার সামন তিনি একবার বসুন না। তিনি যদি দুর্গাপুরের ঘটনাকে রাজনীতি করতে ব্যবহার করেন, তাহলে তো তাঁকে জবাব দিতে হবে। গদ্দার অধিকারীর মন্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, নাসিরউদ্দিনের বাবা তৃণমূল করতেই পারেন। চারদিকে তো তৃণমূলই বেশি। কিন্তু কার বাবা, কার কাকা, এই সব কানেকশন তৈরি করে তৃণমূলের ঘাড়ে চাপানোর মানে হয় না। এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এর সঙ্গে ধর্ম বা দলকে মেশানো যায় না। এদিকে আরেক ধৃত অনুপ বাউড়ি বিজেপি করে বলে জানা গেলেও বিজেপির লোকজন তার নাম চাপতে চাইছে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে আদালতে তোলায় পুলিশের প্রশংসাও করছেন মানুষ।

■ ধৃতদের নিয়ে আদালতের পথে পুলিশ।

সাধারণ মানুষের জন্য খুলে যাচ্ছে সেচ বাংলো

প্রতিবেদন : পর্যটন পরিকাঠামো আরও উন্নত করতে এবার বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। সেচ ও জলপথ দফতরের অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা ১১টি পরিদর্শন বাংলো এবার ভাড়া নিতে পারবেন সাধারণ মানুষ। আগে শুধুমাত্র দফতরের আধিকারিকদের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত এই বাংলোগুলিই এখন থেকে পর্যটকেরা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বুক করতে পারবেন বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, 'আগে এলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে বুকিং নেওয়া হবে। দফতরের কেন্দ্রীয় কার্যালয় 'জলসম্পদ ভবন' থেকে বুকিং করা যাবে।

এক উচ্চপদস্থ সেচ আধিকারিক জানিয়েছেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা এই পরিদর্শন বাংলোগুলি শুধু প্রশাসনিক পরিদর্শনের জন্য নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত পরিবেশে কাটানোর জন্যও আদর্শ। তাই পর্যটনকে উৎসাহ দিতে এগুলি এখন সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ— সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে এই বাংলোগুলি। যেমন— উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির গজলডোবা, শিলিগুড়ির তিস্তা প্রকল্প ভবন, শান্তিনিকেতনের খোয়াই, মুকুটমণিপুরের কংসাবতী ভবন, বা দক্ষিণবঙ্গের ডায়মন্ডহারবার ও সাগর— প্রতিটি জায়গাই পর্যটনের মানচিত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

এই উদ্যোগে পর্যটনপ্রেমীদের পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতিও উপকৃত হবে বলে প্রশাসনের আশা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাইলে এখন সরকারি বাংলোতেই মিলবে আরামদায়ক থাকার সুব্যবস্থা— সেই পথই খুলে দিল রাজ্য সরকার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাড়িতে অশান্তির জেরে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক দম্পতি। দেড় বছরের শিশুপুত্রকে কোলে নিয়েই। দুঃসংবাদ কানে আসা মাত্রই হৃদরোগে মৃত্যু হল ঠাকুমারও। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রের কাপাডি রেল স্টেশনের কাছে। রবিবার রাতে

14 October 2025 • Tuesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

শীর্ষে বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্র

মোদি জমানায় একবছরেই আত্মহত্যা ১০ হাজারেরও বেশি কৃষিজীবীর

নয়াদিল্লি: মোদি জামানায় কৃষকদের আর্থিক সংকট কী ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে কেন্দ্রের রিপোর্টেই তা স্পষ্ট। এই ভয়াবহ সংকট থেকে মুক্তি পেতে কৃষিজীবীদের মধ্যে উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে আত্মহত্যার প্রবণতা। মাত্র এক বছরে দেশে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন ১০ হাজারেরও বেশি কৃষক এবং কৃষিশ্রমিক। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কৃষকদের এই আত্মহননের সংখ্যার বিচারে দেশের মধ্যে একনম্বরে বিজেপি শাসিত রাজ্য মহারাষ্ট্র। দ্বিতীয়স্থানে কংগ্রেস শাসিত কর্নাটক এবং তৃতীয় স্থানে মোদিবন্ধু চন্দ্রবাবুর অন্ধ্রপ্রদেশ। আগেও প্রথম এবং দ্বিতীয়স্থানে ছিল যথাক্রমে মহারাষ্ট্র এবং কর্নাটকই। তৃণমূলের বাংলায় কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে আত্মহত্যার কোনও ঘটনা ঘটেনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনস্থ ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর বা এনসিআরবি-র রিপোর্টেই উঠে এসেছে এই স্পষ্ট তথ্য এবং পরিসংখ্যান। তথ্যের দাবি, ২০২৩ সালে দেশে কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িতে মোট ১০,৭৮৬ জন বেছে নিয়েছেন আত্মহননের পথ। এরমধ্যে ৪৬৯০ জন কৃষক এবং ৬০৯৬ জন কৃষিশ্রমিক। দেশের মোট আত্মহত্যার সংখ্যার ৬.৩ শতাংশ। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়, পুরুষ কৃষিজীবীদের পাশাপাশি নিজেদের জীবনে ইতি টানছেন মহিলা কৃষিজীবীরাও। পরিসংখ্যান বলছে, আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া কৃষকদের মধ্যে ৪৫৫৩ জন পুরুষ এবং ১৩৭ জন মহিলা। আত্মহননকারী কৃষিশ্রমিকদের মধ্যে ৫৪৩৩ জন পুরুষ এবং ৬৬৩ জন মহিলা। কৃষকদের আত্মহননের

পরিসংখ্যানের নিরিখে শীর্ষে থাকা গেরুয়া রাজ্য মহারাষ্ট্রে কৃষকমৃত্যুর সংখ্যা ৪১৫১ জন। কৃষিক্ষেত্রে মোট আত্মহত্যার ৩৮ শতাংশেরও বেশি। কর্নাটকে কৃষকমৃত্যুর সংখ্যা ২৪২৩। অন্ধ্রপ্রদেশে সংখ্যাটা ৯২৫। খুব পিছিয়ে নেই আর এক গেরুয়া রাজ্য মধ্যপ্রদেশও। কৃষকমৃত্যুর সংখ্যা এখানে ৭৭৭। তামিলনাড়ুতে ৬৩১।

কিন্তু কেন এভাবে নিজেদের শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কৃষিজীবীরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, তুলো এবং আখের উপর অতিনির্ভরশীলতাই সংকট ডেকে আনছে কৃষকদের জীবনে। পর্যাপ্ত লাভের আশায় মোটা অঙ্কের বিনিয়োগে ঝুঁকছেন তাঁরা। এবং এরজন্য মহাজনদের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হচ্ছে তাঁদের। চড়া সুদে ঋণ নিচ্ছেন তাঁরা। বোঝা বাড়ছে ঋণের। কিন্তু ফলন আশানুরূপ না হলেই সর্বনাশ। ঋণ শোধ করতে না পেরে কৃষিজীবীরা বেছে নিচ্ছেন আত্মহত্যার পথ।

লজ্জা! নৃশংস ঘটনা গেরুয়া রাজ্য ত্রিপুরায়

১৪ মাসের শিশুকে ধর্ষণ করে খুন, পুঁতে দেওয়া হল ধানখেতে

আগরতলা: অপদার্থ বিজেপি সরকার ত্রিপুরার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে কতটা নিচে নামিয়েছে তার প্রমাণ মিলল আবার। কিছুদিন আগে নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয়েছিল গোটা ত্রিপুরা। কিন্তু এমন অমানবিক নৃশংস ঘটনার কথা বোধহয় দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি কেউ। ১৪ মাসের শিশুকে ধর্ষণ করে খুন করা হল নৃশংসভাবে। মৃতদেহ পুঁতে দেওয়া হল ধানজমিতে। ভয়াবহ এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর এলাকায়, শনিবার। শিশুর দেহ খেতে পুঁতে দিয়ে অসমে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। পরে অসম থেকে তাকে গ্রেফতার করে ত্রিপুরা পুলিশ। কিন্তু এমন ভয়াবহ ঘটনার জন্য ত্রিপুরার বিজেপি সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, দুর্বল প্রশাসনে উৎসাহিত হচ্ছে দুর্বৃত্তরা। রাজ্যে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে

ভয়ঙ্কর অপরাধপ্রবণতা।

বিজেপি শাসিত ত্রিপুরায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটা গুরুতর এবং গভীর উদ্বেগজনক, সম্প্রতি তার প্রমাণ মিলেছে আগরতলায় তৃণমূলের সদর দফতর ভাঙচুরের ঘটনায়। পুলিশের উপস্থিতিতে বিজেপির নেতা, বিধায়করা ভাঙচুর চালালেও কোনও পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ ত্রিপুরা পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, শনিবার ত্রিপুরার পানিসাগর এলাকায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে তার মায়ের কাছ থেকে ১৪ মাসের শিশুটিকে নিয়ে যায় প্রতিবেশী এক যুবক। সে পেশায় শ্রমিক। শিশুটির বাড়ি অসমের শিলচরের। ত্রিপুরায় মামার বাড়িতে গিয়েছিল বেড়াতে। অভিযুক্ত যুবক শিশুটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পরে খুন করে প্রমাণ লোপাটের জন্য পাশের ধানের জমিতে পুঁতে দেয়।

প্রায় তিনঘণ্টা পরেও শিশুটি বাড়ি না ফেরায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তার মা। খোঁজ শুরু করে পরিবার। ততক্ষণে অভিযুক্ত চম্পট দিয়েছে। গ্রামের প্রায় দেড়শো মানুষ শিশুটির খোঁজ শুরু করে। পরে তার দেহ ধানের জমি থেকে উদ্ধার হয়। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এরপরই পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজ শুরু করে। অসমের নিলামবাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে ধিক্কার উঠেছে বিজেপির অপদার্থ প্রশাসনের বিরুদ্ধে।

যোগীরাজ্যে হকারদের তালিবানি শাস্তি!

প্রতিবেদন : যাঁরা উত্তরপ্রদেশ মডেল বলেন, তাঁরা এবার কী বলবেন? যোগীরাজ্য। তাও আবার অযোধ্যা। সেখানকার নিরীহ হকারদের তালিবানি কায়দায় শাস্তি দিল প্রশাসন। তোলপাড় গোটা দেশ। কী ঘটেছে? অযোধ্যায় কিছু হকার নাকি রাস্তা দখল করে ব্যবসা করছেন। শুরু হয় হকার উচ্ছেদ অভিযান। কিছু হকারকে আটক করে জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। আবার কিছু হকারকে শাস্তি দিতে তালিবানি কায়দা অবলম্বন করে যোগী প্রশাসন। প্রথমে ওঠবস করানো হয়। এরপর দেওয়ালের সঙ্গে দু'হাত

মাটিতে দিয়ে মাথা নিচের দিকে করে পা তুলে দাঁড়াতে বাধ্য করা হয়। দুপুর রোদে চলে এই নিপীড়ন। এখানেই শেষ নয়, শ্রান্ত হকারদের জল পর্যন্ত খেতে দেওয়া হয়নি। এর সঙ্গে চলেছে পুলিশের লাঠি। পাশবিক ঘটনার ন্যক্কারজনক ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় তুমুল সমালোচনা। এ কোন ধরনের শাস্তি? কোন ধরনের পাশবিকতা? ধনীদের জন্য এক আইন আর গরিবদের জন্য তালিবানি শাস্তি!

সিবিআই তদন্ত

নয়াদিল্লি: দক্ষিণী অভিনেতা থালাপতি বিজয়ের সভায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। তামিলনাড়ুর কারুরে সেই মর্মান্তিক ঘটনায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল ৪১ জনের। গুরুতর জখম হন শতাধিক মানুষ। একইসঙ্গে মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশেরও সমালোচনা করেছে শীর্ষ আদালতে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে কে মহেশ্বরী এবং বিচারপতি এন ভি আঞ্জারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল এই ঘটনা নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের উপর প্রভাব ফেলেছে। শুধু তাই নয়, গোটা জাতিকে নাড়া দিয়েছে এই ঘটনা।

আমেরিকা ছাড়ছেন নোবেলজয়ী দম্পতি অভিজিৎ বিনায়ক-এস্থার

ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ?

নয়াদিল্লি: ট্রাম্প সরকারের নীতির বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর নোবেলজয়ী স্ত্রী এস্থার দুফলোর? আমেরিকার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক চুকিয়ে সুইৎজারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ জুরিখে যোগ দিচ্ছেন তাঁরা। মার্কিন মুলুক ছাড়ার কারণ নিয়ে অবশ্য মুখ খোলেননি এই নোবেলজয়ী দম্পতি। তবে অনুমান করা হচ্ছে, আমেরিকায় শিক্ষা এবং গবেষণাখাতে বরাদ্দ কাটছাঁট করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রাম্প, তাতে রীতিমতো অসন্তুষ্ট সেদেশের বহু শিক্ষাবিদ এবং গবেষক। তাঁদের অনেকেই ভাবছেন সেদেশ ছাড়ার কথা। অভিজিৎ-এস্থারের আমেরিকা ছাড়ার সিদ্ধান্তের নেপথ্যে সম্ভবত ট্রাম্পের এই নীতিই। এখন আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে কর্মরত নোবেলজয়ী দম্পতি। সামনের বছর জুনে তাঁরা যোগ দেবেন ইউনিভার্সিটি অফ জুরিখের অর্থনীতি বিভাগে। জানানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেই।

আসন বাঁটোয়ারা নিয়ে তীব্র অশান্তি গেরুয়া শিবিরে, বাতিল বিজেপির সাংবাদিক সম্মেলন

নয়াদিল্লি: রবিবার রাতে ঢাকঢোল পিটিয়ে বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের আসন বণ্টন সংক্রান্ত চূড়ান্ত ঘোষণা করার পরেও অশান্তির আগুনে জ্বলতে শুরু করেছে গোটা এনডিএ শিবির। এতই প্রবল হয়েছে আসন ভাগাভাগি নিয়ে অশান্তির আগুন যে সোমবার বিকেলে দিল্লিতে বিজেপি সদর দফতরে নির্ধারিত সাংবাদিক বৈঠকও বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে বিজেপি। কেন বাতিল করা হয়েছে পূর্ব নির্ধারিত সাংবাদিক সম্মেলন? সেই বিষয়ে বিজেপি নেতাদের মুখে কুলুপ। এনডিএ শরিকদের সূত্রের দাবি, রবিবার রাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান যেভাবে বিজেপি এবং জেডি(ইউ)কে ১০১টি করে আসন দেওয়ার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ানের দল এলজেপিকে ২৯টি আসন ভাগ করার ঘোষণা করেছেন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে, তাতে একেবারেই সন্তুষ্ট নন অপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতন রাম মাঝি এবং রাজ্যসভার সাংসদ উপেন্দ্র কুসওয়াহা। এই দু'জনেই মাত্র ৬টি করে আসন পেয়েছেন। সূত্রের দাবি, কেন চিরাগের দলকে ২৯টি আসন দেওয়া হল, তা নিয়ে বিজেপির শীর্ষ স্তরের কাছে ক্ষোভ জানিয়েছেন এই দুই নেতাও।

এর পাশাপাশি বিজেপির মনোভাবে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে জেডি(ইউ) শিবিরেও। চিরাগ পাসোয়ানের দলকে ২৯টি আসন দিতে গিয়ে জেডি(ইউ)কে যে অতিরিক্ত আসন ছাড়তে হবে, তা নিয়েই নীতীশ কুমারের দলের অন্দরে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

তেজস্বীকে রুখতে মরিয়া বিজেপি

নয়াদিল্লি: বিহারের নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, পায়ের নিচে জমি হারানোর আশঙ্কায় ততই অস্থির হয়ে উঠছে বিজেপি। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠছে লালুপুত্র তেজস্বী যাদবকে আটকাতে। আরজেডিকে রুখতে নিত্যনতুন ফন্দিফিকির। এবারে আইআরসিটিসি মামলায় প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব, তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং পুত্র বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব-সহ একাধিক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জগঠন করল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। জমির বদলে চাকরি মামলাতেও নাম জড়াল লালুর পরিবারের। তবে আসন বণ্টন চূড়ান্ত করতে সোমবারই দিল্লিতে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন তেজস্বী যাদব। বৈঠকে ঐকমত্যে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইজরায়েলের সংসদে ভাষণ দেওয়ার সময় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে স্লোগান বিরোধীদের। এই ঘটনায় দুই বিরোধী নেতাকে কার্যত ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে। চোখের সামনে এই ঘটনা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

বন্দি-হস্তান্তরপর্ব শেষ হতেই তুমুল উল্লাস

যুদ্ধ শেষ, ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

গাজার পথে বন্দুক উঁচিয়ে হামাস, ইজরায়েল জুড়ে উৎসব শুরু

তেল আভিভ ও গাজা: যুযুধান দুই তরফের বন্দিমুক্তি শেষ হতেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করলেন "যুদ্ধ শেষ"। গাজা শান্তি সম্মেলন সফল হওয়ায় দুনিয়া জুড়ে স্বস্তির হাওয়া। যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে ইজরায়েল ও হামাস উভয়পক্ষই।

সংঘর্ষবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর ইজরায়েলের পণবন্দিদের মুক্তি দিল হামাস। ২০ জন ইজরায়েলি পণবন্দি ছিলেন হামাসের ডেরায়। তাঁদের সকলকেই মুক্তি দিয়েছে প্যালেস্টাইনের সশস্ত্র গোষ্ঠী। দুইধাপে বন্দি মুক্তি দেয় হামাস। প্রথমে ৭ জন এবং পরে ১৩ জনকে মুক্ত করা হয়েছে। সকলেই টানা ২ বছর হামাসের ডেরায় চরম অনিশ্চয়তায় কাটিয়ে অবশেষে কার্যত মৃত্যুর মুখ থেকে ইজরায়েলে ফিরলেন। এই পণবন্দিদের মুক্তির পরিবর্তে ১৯০০ প্যালেস্টিনীয়কে জেল থেকে মুক্তি দিচ্ছে ইজরায়েল। আমেরিকা এবং ইজরায়েল দুই শিবিরের ঘোষণা, যুদ্ধ শেষ।

মিশরের শর্ম-আল-শেখ শহরের অনুষ্ঠিত হয়েছিল গাজা শান্তি সম্মেলন। এতে সভাপতিত্ব করে আমেরিকা এবং মিশর। উপস্থিত ছিলেন ইজরায়েল ও হামাসের

■ তেল আভিভের রাস্তায় পণবন্দি মুক্তির উচ্ছ্বাস। সোমবার

■ শান্তিচুক্তি কার্যকর, গাজায় যুদ্ধশেষের স্বস্তি। সোমবার

প্রতিনিধি-সহ ২০টির বেশি দেশের নেতারা। যুদ্ধবিরতির চুক্তি অনুযায়ী, ইজরায়েলের বিভিন্ন জেলে আটক বন্দিদের সোমবার মুক্ত করে হামাস বাহিনী। অন্যদিকে ইজরায়েলে জেলবন্দির মুক্তির অপেক্ষায় ছিল প্যালেস্টাইন। বেলা বাড়তেই তাদের নিয়ে প্যালেস্টাইনের পথে রওনা দেয় বাস। পণবন্দি হস্তান্তরে ফের একবার গাজা শহরে হামাস বাহিনীকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে টহল দিতে দেখা যায়। অন্যদিকে সোমবারই ইজরায়েলের সংসদে শান্তিবার্তায় বক্তব্য পেশ মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের।

মার্কিন হস্তক্ষেপে ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধবিরতির চুক্তি অনেকাংশে মানতে নারাজ ছিল হামাস বাহিনী। গাজা ভূখণ্ড থেকেও সম্পূর্ণ সেনা প্রত্যাহারে আপত্তির কথা জানান ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এই টালবাহানায় শান্তিচুক্তির ভবিষ্যৎ ঘিরে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। শেষপর্যন্ত সোমবার শুরু হয় পণবন্দি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া। তাতে স্বস্তিতে বিশ্ববাসী।

এর আগেও একাধিকবার যুদ্ধবিরতিতে দুই পক্ষের পণবন্দি ও জেলবন্দি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া হয়েছে। ফের একইভাবে বাকি পণবন্দিদের মুক্তির প্রতীক্ষায় তেল আভিভে অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছিলেন পণবন্দিদের পরিবারগুলি। সোমবার সকালে দুই দফায় ২০ জন পণবন্দিকে রেডক্রসের হাতে তুলে দেয় হামাস বাহিনী। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর আকস্মিকভাবে তেল আভিভে হানা দিয়ে ২৫১ জনকে পণবন্দি করে গাজায় নিয়ে যায় হামাস বাহিনী। পাল্টা গাজায় এয়ারস্ট্রাইক করে প্রত্যাঘাত শুরু করেছিল ইজরায়েল। হামাস গোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে বলে ঘোষণা করেছিলেন নেতানিয়াহু। এসবের মধ্যেই প্রথম ধাপে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করে ৪৭ জন পণবন্দিকে কয়েক দফায় মুক্তি দেয় হামাস। হামাসের হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যু হয়েছে ২৭ পণবন্দির। সোমবারের মুক্তি প্রক্রিয়া শুরুর আগে ইজরায়েলের পক্ষ থেকে হামাসকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়, আর যেন একজন পণবন্দিরও কোনও ক্ষতি না হয়।

এদিন ইজরায়েলি পণবন্দিদের হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে ইজরায়েল থেকে জেলবন্দিদের নিয়ে বাস রওনা হয় প্যালেস্টাইনের পথে। অন্তত ১৯০০ প্যালেস্টিনীয় ইজরায়েলের বিভিন্ন জেলে বন্দি ছিলেন। এর মধ্যে অনেকেই ইজরায়েলি নাগরিকদের খুনে অভিযুক্ত। আবার ইজরায়েলি সেনার হাতে বন্দি সাধারণ প্যালেস্টিনীয়রাও রয়েছেন এর মধ্যে। ইতিমধ্যেই গাজা শহরের বাইরে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে সরে এসেছে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স। তাতে সামান্য আশ্বস্ত প্যালেস্টিনীয়রা। যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা শুরু করল ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাওয়া গাজা। ভিনদেশে পালিয়ে যাওয়া প্যালেস্টিনীয়রা ধীরে ধীরে সামুদ্রিক পথে ফিরতে শুরু করছেন গাজায়। যদিও তাঁদের দাবি, যে শহর তাঁরা ছেড়ে গিয়েছিলেন, তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, দু'বছর যুদ্ধ চলার পরেও গাজায় হামাসের প্রভাব কতটা রয়ে গিয়েছে তার প্রমাণ মিলল সোমবার। পণবন্দি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার সময় একের পর এক গাড়িতে বন্দুক উঁচিয়ে হামাস বাহিনীকে দেখা গেল গাজা শহর দাপিয়ে বেড়াতে। কার্যত সেই ছবি ফের একবার প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল মধ্যপ্রাচ্যের দুই দেশের শান্তি পরিস্থিতি। অন্যদিকে ইজরায়েলের পথেঘাটে পণবন্দিদের প্রত্যাবর্তন ঘিরে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে। তেল আভিভ সহ একাধিক রাস্তায় জায়ান্ট স্ক্রিনে পণবন্দিদের মুক্তিপর্ব প্রত্যক্ষ করেছেন ইজরায়েলি জনতা। জানা গিয়েছে, দেশে ফেরার পর রাজকীয়ভাবে বরণ করা হবে পণবন্দিদের। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ও তাঁর স্ত্রী সারা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক পণবন্দির কাছে নিজেদের লেখা চিঠি পৌঁছে দেবেন। সরকারের পক্ষ থেকে আরও একাধিক সাহায্য করা হবে হামাসের ডেরা থেকে জীবিত ফিরে আসা পণবন্দিদের।

নতুন করে শুরুর অপেক্ষায় দুই দেশ

তেল আভিভ ও গাজা: সোমবার উৎসবের মেজাজে পণবন্দি সহনাগরিকদের বরণ করে নিল ইজরায়েলের আমজনতা। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) এদিন নিশ্চিত করেছে যে হামাসের পক্ষ থেকে ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রসের হাতে দুই দফায় প্রথমে ৭ জন এবং তারপর ১৩ জন জীবিত ইজরায়েলি পণবন্দিকে মুক্তি দিয়েছে। বহু টালবাহানা কাটিয়ে শেষমেশ শান্তিচুক্তি কার্যকর হওয়ার ফলে দুর্ভিক্ষপীড়িত গাজা ভূখণ্ডে মানবিক ত্রাণসাহায্য এবার নিরাপদে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপে গত সপ্তাহে কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় মিশরকে সঙ্গে নিয়ে পরোক্ষ আলোচনায় ইজরায়েল ও হামাস সম্মত হওয়ার পরই দুই বছরের এই যুদ্ধের আপাত সমাপ্তি ঘটল। এদিন প্রথম দফায় ৭ জন ও দ্বিতীয় দফায় খান ইউনিসে রেডক্রসের কাছে ১৩ জনকে হস্তান্তর করা হয় বলে ইজরায়েলের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম জানিয়েছে। সোমবার প্রথম দফায় হামাসের ডেরা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সাতজনের মধ্যে ছিলেন ভাই গালি, জিভ বারম্যান, মাতান অ্যাংগ্রেস্ট, অ্যালন ওহেল, ওমরি মিরান, এইতান মোর এবং গাই গিলবোয়া-ডালা। দ্বিতীয় দফার মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন বার কুফারস্টেইন, এভিয়াতার ডেভিড, ইয়োসেফ-চাহিম ওহানা, সেগেভ কালফন, আভিনাতান ওর, এলকানা বোহবোট, ম্যাক্সিম হারকিন, নিমরড কোহেন, ডেভিড কুনিও, মাতান অ্যাংগ্রেস্ট, এইতান মোর, রম ব্রাসলাবস্কি এবং এরিয়েল কোনিও। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কোনও তথ্য না থাকলেও মুক্তিপ্রাপ্ত পণবন্দিদের ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ দ্য রেডক্রস (আইসিআরসি) যখন গাজা স্ট্রিপের উত্তরাঞ্চলে হামাসের হেফাজত থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন নেতানিয়াহুর দেশের প্রায় সর্বত্র বিভিন্ন পাবলিক স্ক্রিনিংয়ে সেই দৃশ্য দেখতে থাকা হাজার হাজার ইজরায়েলি উল্লাসে ফেটে পড়েন।

টাইমস অফ ইজরায়েলের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম দফায় মুক্তিপ্রাপ্ত সাতজন পণবন্দি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য রিম সীমান্ত সংলগ্ন আইডিএফ-এর একটি কেন্দ্রে পৌঁছন, এরপর তাঁরা পরিবারের সঙ্গে মিলিত হন। অন্যদিকে, একই উচ্ছ্বাসের ছবি প্যালেস্টাইনে। ইজরায়েলের হাতে বন্দি শতাধিক সহনাগরিকের মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরাও। ট্রাম্প এরই মধ্যে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে মার্কিন প্রস্তাবিত চুক্তি এবং যুদ্ধ-পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে তেল আভিভে এসে পৌঁছেছেন। পণবন্দিদের মুক্তি নিশ্চিত হওয়ার পর এখন গাজার ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে হওয়া ভয়াবহতম যুদ্ধে প্যালেস্টিনীয় জনপদটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার কারণে দুর্ভিক্ষপীড়িত গাজায় মানবিক সহায়তার জোয়ার আসবে বলে আশা করা হচ্ছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। এই পণবন্দিদের প্রত্যাবর্তন ইজরায়েলের জন্য একটি যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায়ের সমাপ্তি টানল।

অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী তিন

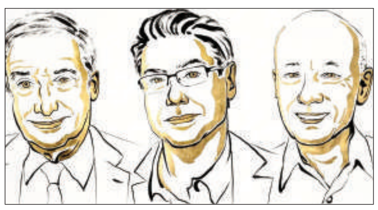

■ ২০২৫ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন তিন অর্থনীতিবিদ জোয়েল মোকির, ফিলিপ আগিয়ন এবং পিটার হাউইট। 'সুইডিশ রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস' এবছর পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন-চালিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নোবেলজয়ী জোয়েল আমেরিকার নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। ফিলিপ লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স ও পিটার আমেরিকার ব্রাউন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক।

পুলিশের গুলিতে হতাহত

ইসলামাবাদ : লাহোরে ইজরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলকে কেন্দ্র করে তেহরিক-ই-লাব্বাইক পাকিস্তান (টিএলপি)-এর সমর্থক ও পুলিশের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ। ঘটনায় এক পুলিশ কর্মকর্তা-সহ বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী হতাহত। সোমবার ইসলামাবাদে টিএলপি কর্মীদের মিছিল চলাকালীন পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে এই সহিংস সংঘর্ষের জেরে শহরটি কার্যত অচল হয়ে পড়ে। বিক্ষোভকারীদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক পুলিশকর্তারও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খিদে কমানোর নির্দেশ দেবে এমন এক প্রোটিনের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা, যা নিয়ন্ত্রণ করবে স্থূলতা। এমআরএপি২ নামের এই প্রোটিন খিদের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে। লাগাম পরাতে পারে খিদেয়

২০২৫-এ বিজ্ঞানের নোবেলজয়ীরা

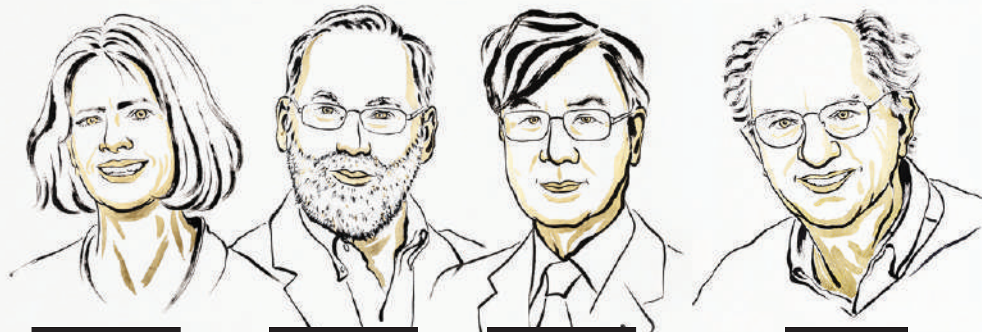

মেরি ব্রুনকো ফ্রেড র‍্যামসডেল শিমন সাগাগুচি জন ক্লার্ক

ঘোষণা হয়ে গেল ২০২৫-এর নোবেলজয়ীদের নাম। এর মধ্যে চিকিৎসা ও শারীরতত্ত্ব বিভাগ, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন বিভাগে গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ এ-বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন এক-একটি বিভাগে তিনজন করে মোট ন'জন বিজ্ঞানী। কী আবিষ্কার করলেন তাঁরা? কেন পেলেন শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান? লিখলেন

শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

মিশেল দ্যভরে

জন এম মার্টিনিস

রিচার্ড রবসন

সুসুমু কিতাগাওয়া

ওমর এম ইয়াঘি

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্বে নোবেল

ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন রকি পর্বতমালার বুকে বিজ্ঞানী ফ্রেড র‍্যামসডেল। যুক্তরাষ্ট্রের মন্টানার একটি ক্যাম্পগ্রাউন্ডে তখন গাড়িটা পার্ক করছেন বিজ্ঞানী এমন সময় স্ত্রী লরা ও'নিল প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠলেন। র‍্যামসডেল একটু ঘাবড়ে গেলেন, ভাবলেন লরা বুঝি কোনও হিংস্র ভালুক দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করছেন। কিন্তু খানিক পরেই র‍্যামসডেল-এর কাছে পরিষ্কার হল বিষয়টা। লরা চিৎকার করে তাঁকে জানালেন, ''তুমি তো নোবেল পুরস্কার জিতে গেছ!'' র‍্যামসডেলের মন বিশ্বাস করতে চাইছিল না কিছুতেই। কিন্তু লরা তাঁকে দেখান প্রায় ২০০-র ওপর শুভেচ্ছাবার্তা তাঁর ফোনে জ্বলজ্বল করছে। নেটওয়ার্ক না থাকায় ১২ ঘণ্টা পর সেই সব শুভেচ্ছাবার্তা তাঁদের কাছে পৌঁছয়। ৬৪ বছরের র‍্যামসডেল কীসের জন্য পেলেন নোবেল?

দেহের রোগ প্রতিরোধতন্ত্র নিয়ন্ত্রণের রহস্য আবিষ্কারের কৃতিত্ব স্বরূপ আরও দুই বিজ্ঞানীর সঙ্গে যৌথভাবে র‍্যামসডেল ২০২৫-এ চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং শারীরতত্ত্বে পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার। অন্য দুই বিজ্ঞানী হলেন মেরি ব্রুনকো, শিমন সাগাগুচি। পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স তথা শরীরের রোগ প্রতিরোধক কোষ জীবাণুদের সফলভাবে আক্রমণ করে কিন্তু নিজের টিস্যু বা অঙ্গকে আক্রমণ করে না, কীভাবে এটা সম্ভব হয় সেই নিয়ে গবেষণা করেছেন এই তিনজন। মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। রোজ বিভিন্ন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং অন্য জীবাণু থেকে আমাদের শরীরকে রক্ষা করে এই রোগ প্রতিরোধ শক্তি। এটি দেহের রোগজীবাণুকে শনাক্ত করে এবং শরীরের নিজস্ব কোষ থেকে আলাদা করে। না হলে এটি নিজের শরীরের অঙ্গগুলিকেই আক্রমণ করত। এই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কেন নিজ শরীরের ক্ষতি করতে বাধা পায়, কোন ক্ষেত্রে জীবাণুর উপর আক্রমণ করতে হবে, কোন ক্ষেত্রে করতে হবে না, তা কীভাবে স্থির করে এই নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা এবং জানতে পারেন, এর নেপথ্যে রয়েছে একটি বিশেষ ধরনের রোগ প্রতিরোধক কোষ। এই কোষগুলিকে বলা হয় 'রেগুলেটরি টি সেল'। রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোষটি হল 'টি সেল'। একে বলা হয় শরীরের প্রহরী। এই কোষগুলিই বিভিন্ন ভাইরাস বা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোষগুলিকে ধ্বংস করে। এই কোষগুলিই মানবদেহে 'অটোইমিউন' ব্যাধি হওয়া আটকায়। তাঁদের এই গবেষণা ক্যানসার এবং অন্য 'অটোইমিউন' রোগ-সহ নানা রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত এনেছে। এই তিন বিজ্ঞানীর মধ্যে র‍্যামসডেল এখন সান ফ্রান্সিসকোয় সোনোমা বায়োথেরাপিটিক্সে বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা হিসাবে যুক্ত রয়েছেন। ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিউনোলজি ফ্রন্টিয়ার রিসার্চ সেন্টারে অধ্যাপনা করছেন সাকাগুচি এবং সিয়াটেলে ইনস্টিটিউট ফর সিস্টেম্‌স বায়োলজিতে সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসাবে কাজ করছেন ব্রুনকো।

পদার্থবিদ্যায় নোবেল

এতো গেল চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা। এ-বছর পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেয়েছেন আরও তিনজন মার্কিন বিজ্ঞানী। মাইক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিংয়ে বিশেষ অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন বিজ্ঞানী জন ক্লার্ক, মিশেল দ্যভরে এবং জন এম মার্টিনিস। কী আবিষ্কার করলেন তাঁরা?

বৈদ্যুতিক সার্কিটে ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং এবং শক্তির পরিমাণ নির্ধারণ। এটাই ছিল তাঁদের আবিষ্কার। শতাব্দীপ্রাচীন এই কোয়ান্টাম মেকানিক্স সমস্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির ভিত। আমাদের আশপাশে কোয়ান্টাম প্রযুক্তির অন্যতম উদাহরণ হল কম্পিউটার মাইক্রোচিপের ট্রানজিস্টারগুলি। মোবাইল ফোন, বাড়ির কম্পিউটার, চিকিৎসা বা গবেষণার কাজে ব্যবহৃত ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ বা ঘরের এলইডি বাতির ভেতরের এলইডি বা লাইট এমিটিং ডায়োড—এসবই বানানো হয়েছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়ম মেনে। রাতে ঘুমোনো থেকে সকালে অ্যালার্ম শুনে জেগে ওঠা পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোয়ান্টাম প্রযুক্তি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অদ্ভুতুড়ে জগতে যেসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে সেই ঘটনাগুলো হাতে ধরে দেখিয়েছেন তাঁরা। তৈরি করেছেন এক সুপারকনডাক্টিং ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম বা অতিপরিবাহী বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এই সিস্টেমটি এক দশা থেকে অন্য দশায় এমনভাবে চলে যেতে পারে যে মনে হবে জিনিসটা বুঝি কোনও দেওয়াল ভেদ করে অন্য পাশে চলে গেছে। সুড়ঙ্গ খোঁড়ার মতো বলে একে বলা হয় 'টানেলিং'। বাংলায় 'সুড়ঙ্গ প্রভাব'। তাঁরা আরও দেখিয়েছেন তাঁদের এই সিস্টেমটি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ভবিষ্যদ্বাণীর মতো করেই নির্দিষ্ট আকার বা প্যাকেট করে শক্তি শোষণ ও নিঃসরণ করতে পারে। তাঁদের আবিষ্কার আজকের কোয়ান্টাম প্রযুক্তির ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। যা ভবিষ্যতের কোয়ান্টাম কম্পিউটার, কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং সংবেদনশীল কোয়ান্টাম সেন্সর প্রযুক্তি উন্নয়নের পথ খুলে দেবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

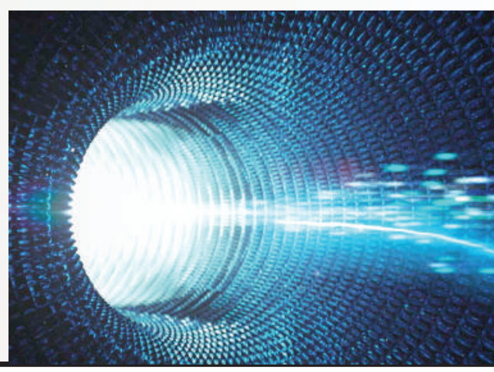

এই মুহূর্তে আমেরিকার বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত রয়েছেন জন ক্লার্ক। আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় এবং সান্তা বারবারায় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিজ্ঞানী মিশেল এবং সান্তা বারবারায় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন জন এম মার্টিনিস।

রসায়নে নোবেল

রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস ২০২৫ সালের রসায়নের নোবেল পুরস্কারজয়ী তিন বিজ্ঞানীর নামও ঘোষণা করেছে। এঁরা হলেন সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন এবং ওমর এম ইয়াঘি। মেটিল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক বা ধাতব জৈব কাঠামো (MOF) নির্মাণ এবং সেই সংক্রান্ত দীর্ঘ গবেষণার সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এই তিন বিজ্ঞানীকে রসায়নে নোবেল পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। কী এই আবিষ্কার? কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ? এই মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক কার্বন ও ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরি এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা,

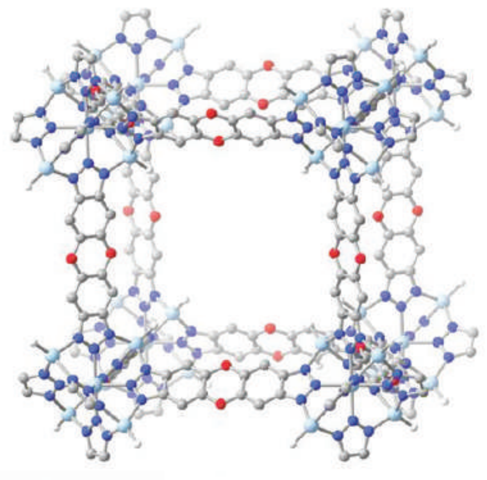

গ্যাস সংরক্ষণ এবং বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সরাতে ব্যবহৃত হয়। মরুভূমির হাওয়া থেকে জল আহরণ-সহ পরিবেশ সুরক্ষায় এই প্রযুক্তি এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এমওএফ-গুলির ন্যানোস্কোপিক কাঠামোর অন্দরমহল বিশ্লেষণ করে তিন বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন, তার মধ্যে দিয়ে গ্যাস ও তরল প্রবাহিত হতে পারে। মরুভূমির বাতাস থেকে জল সংগ্রহ, কার্বন ডাই-অক্সাইড, বিষাক্ত গ্যাস সংরক্ষণ এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে এ সব কাঠামো ব্যবহার করা যায়। নোবেল কমিটি এই আবিষ্কারকে 'আণবিক স্থাপত্য' হিসেবে অভিহিত করেছে। কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই তিন বিজ্ঞানী এমন কাঠামো তৈরি করেছেন, যেখানে অণুগুলির মধ্যে বৃহৎ ফাঁকা স্থান রয়েছে। এই ফাঁকা স্থানগুলোর মধ্য দিয়ে গ্যাস এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ প্রবাহিত হতে পারে। এই মুহূর্তে আমেরিকার বার্কলেতে অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী হিসেবে রয়েছেন ইয়াঘি, সুসুমু জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন, রবসন যুক্ত রয়েছেন এবং অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসেবে।

মাঠে ময়দানে
14 October, 2025 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লিতে সোমবার প্যারিস অলিম্পিকে পদকজয়ীদের সংবর্ধনা দিল আইওএ

রঞ্জিতে ডেপুটি, নজির বৈভবের

পাটনা : ‘বিস্ময় প্রতিভা’ বৈভব সূর্যবংশীর মুকুটে আরও একটি পালক। রঞ্জি ট্রফিতে বিহারের সহঅধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হল ১৪ বছরের বৈভবের নাম। রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ সহঅধিনায়ক বিহারের ওয়ান্ডারকিড। বুধবার থেকে রঞ্জির প্লেট লিগে অভিযান শুরু করছে বিহার। প্রথম দু’টি ম্যাচের জন্য এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বৈভবকে। ১৫ অক্টোবর থেকে পাটনায় অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ বৈভবদের। বিহারের অধিনায়ক সাকিবুল গনি। বৈভব এখনও পর্যন্ত বিহারের হয়ে পাঁচটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছে। ২০২৩-২৪ মরশুমে মাত্র ১২ বছর বয়সে রঞ্জিতে অভিষেক হয় বৈভবের। সাদা বলের ক্রিকেটের পাশাপাশি সম্প্রতি লাল বলেও ভাল খেলেছে।

নোমানের চার

লাহোর : লাহোর টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে ধুঁকছে দক্ষিণ আফ্রিকা। পাকিস্তানের ৩৭৮ রানের জবাবে, প্রোটিয়াদের রান ৬ উইকেটে ২১৬। এর আগে গতকালের ৫ উইকেটে ৩১৩ রান হাতে নিয়ে সোমবার মাঠে নেমেছিল পাকিস্তান। কিন্তু স্কোরবোর্ড আরও মাত্র ৬৫ রান তুলতে না তুলতেই শেষ পাঁচ উইকেট হারিয়েছে তারা। সলমন আঘা ৯৩ রান করে আউট হতেই ধস নামে। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার সেনুরান মুথুস্বামী ৬ উইকেট দখল করেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, পাক স্পিনার নোমান আলির দাপটে ঘনঘন উইকেট হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কিছুটা লড়াই করেন রায়ান রিকেলটন (৭১) ও টনি ডে জর্জি (অপরাজিত ৮১)। নোমানের ঝুলিতে ৪ উইকেট।

মাঠেই মৃত্যু

মোরাদাবাদ : দলকে জিতিয়ে মাঠেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন ক্রিকেটার! মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে। উত্তরপ্রদেশের ভেটারেন্স ক্রিকেট সংস্থার আয়োজনে বিলারি ব্লকের সুগার মিল গ্রাউন্ডে ম্যাচ চলছিল মোরাদাবাদ ও সম্ভলের। জেতার জন্য শেষ চার বলে ১৪ রান তুলতে হত সম্ভলকে। মোরাদাবাদের বাঁহাতি পেসার আহমের খান আঁটসাঁট বোলিং করে মাত্র ১১ রান খরচ করেন। কিন্তু শেষ বল করেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। অ্যাম্বুল্যান্সে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা আহমেরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আমার কপাল ভাল যে মেসির সঙ্গে খেলতে পেরেছি

অকপট এমবাপে

প্যারিস, ১৩ অক্টোবর : আদর্শ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে একই ক্লাবে না খেলার আফসোস রয়েছে। তবে কিলিয়ান এমবাপে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন, আরেক মহাতারকা লিওনেল মেসির সঙ্গে পিএসজিতে দুটো বছর খেলার সুযোগ পেয়ে।

এক সাক্ষাৎকারে এমবাপে বলেছেন, ক্রিশ্চিয়ানো আমার আদর্শ। আমার কাছে এক নম্বর। ওঁর সঙ্গে খেলার সুযোগ না পেলেও পরামর্শ পেয়েছি। তবে মেসির পাশে খেলার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য বিশেষ সৌভাগ্য। এমনটা হবে, আমি কখনও ভাবিনি। কারণ আমি সব সময়ই রিয়াল মাদ্রিদে খেলার স্বপ্ন দেখেছি। কখনও বার্সেলোনার হয়ে খেলার কথা ভাবিনি। মেসি যে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসিজিতে যোগ দেবেন, এটা ভাবতেই পারিনি।

এমবাপে আরও বলেছেন, মেসির কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। দুটো অসাধারণ বছর এক সঙ্গে কাটিয়েছি। মেসি অত্যন্ত বিনয়ী। সবাইকে সম্মান করেন। এটাও ওঁর কাছে থেকে শেখার মতো বিষয়।

২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে টাইব্রেকারে হার নিয়েও মুখ খুলেছেন এমবাপে। ওই ফাইনালে হ্যাটট্রিক করেও ফ্রান্সকে কাপ জেতাতে পারেননি। তাঁর বক্তব্য, বিশ্বকাপ ফাইনালে হ্যাটট্রিক করব, স্বপ্নেও ভাবিনি। তবে দেশ হেরে যাওয়াতে মুহূর্তটা উপভোগ করতে পারিনি। খুব দুঃখ হয়েছিল। তবে কাপ আর্জেন্টিনার প্রাপ্য ছিল। কারণ ওরা পুরো ম্যাচেই দাপট দেখিয়েছিল। আমরা ম্যাচে বিক্ষিপ্তভাবে ভাল খেলেছিলাম। তবে যদি পুরো ম্যাচটা বিশ্লেষণ করেন, তাহলে বোঝা যাবে আর্জেন্টিনা যোগ্য দল হিসেবেই বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। আগামী বছর আরও একটা বিশ্বকাপ। চার বছর আগের ভুল আর এবার করতে চাইব না।

বিশ্বকাপের মূলপর্বে ঘানা

গোলের উৎসব ঘানার। বিশ্বকাপে খেলবে তারা।

আক্রা, ১৩ অক্টোবর : আফ্রিকার পঞ্চম দেশ হিসাবে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বে জায়গা করে নিল ঘানা। আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাই পর্বে ঘানা ১-০ গোলে হারিয়েছে কোমোরোসকে। জয়সূচক গোলটি করেন মহম্মদ কুদুস। এই জয়ের সুবাদে ১০ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ‘আই’-এর শীর্ষে রইল ঘানা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মাদাগাস্কারের থেকে ৬ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে তারা। গ্রুপ রানার্সদের শীর্ষ চারে থেকে প্লে-অফ খেলার সুযোগ ছিল মাদাগাস্কারের সামনে। কিন্তু মালির কাছে ১-৪ গোলে হেরে সেই সুযোগ তারা হাতছাড়া করেছে। এদিকে, আগেই বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট পেয়ে গিয়েছিল মহম্মদ সালাহর মিশর। নিয়মরক্ষার ম্যাচে মিশর ১-০ গোলে হারিয়েছে গিনি বিসাউকে। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন মহম্মদ হামদি। এই গ্রুপের অন্য ম্যাচে ইথিওপিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়েছে বুরকিনা ফাসো। তাদের সামনে রানার্স হয়ে প্লে-অফ খেলার সুযোগ রয়েছে।

আগাম ঘোষণা হরভজনের

অস্ট্রেলিয়ায় বিরাট দুটি সেঞ্চুরি করবে

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : বিরাট কোহলিকে ব্যাট হাতে বাইশ গজে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন হরভজন সিং। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে দেখা যাবে কিং কোহলিকে।

হরভজন বলেছেন, কিছু প্লেয়ার কঠিন মুহূর্তে নিজেদের সেরাটা বের করে আনে। বিরাট তাদের মধ্যে একজন। বড় মঞ্চে জ্বলে উঠতে ভালবাসে। যখন আপনি সেরাদের বিরুদ্ধে পারফর্ম করবেন, তখনই শ্রদ্ধা পাবেন। বিরাট ইতিমধ্যেই সেটা অর্জন করেছে। প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনারের সংযোজন, আমি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিরাটের ব্যাটিং দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। আশা করি, তিনটে ম্যাচে ও অন্তত দুটো সেঞ্চুরি করবে।

গত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পর আর কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেননি বিরাট। ভাজ্জি অবশ্য যাবতীয় সংশয় উড়িয়ে দিয়ে বলছেন, দয়া করে বিরাটের ফিটনেস নিয়ে কোনও প্রশ্ন করবেন না। এই ব্যাপারে ও সবার গুরু। ও যা করে, বাকিরা সেটাই ফলো করে। এই মুহূর্তে যেসব ক্রিকেটাররা জাতীয় দলে খেলছে, বিরাট ওদের সবার থেকে ফিট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও সবথেকে ফিট খেলোয়াড়ের নাম বিরাট।

হরভজনের সংযোজন, ভক্তরা ওর ব্যাটিং দেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। আমিও ওকে একদিনের ক্রিকেটে আরও কয়েকটা বছর খেলতে দেখতে চাই। কারণ ওর মধ্যে এখনও প্রচুর ক্রিকেট বাকি রয়েছে। বিরাট যখন টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেয়, তখন দুঃখ পেয়েছিলাম। কারণ আমি সত্যিই বিশ্বাস করি, ও আরও চার-পাঁচটা বছর অনায়াসে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে পারত। হরভজন আরও বলেন, অস্ট্রেলিয়ার মাঠে বিরাট সব সময়ই রান পেয়েছে। আমার বিশ্বাস, এবারও পাবে। একই কথা রোহিতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমি দুই কিংবদন্তির ব্যাট থেকে রান দেখার আশায় রয়েছি। আশা করছি, ওরা ভারতকে ম্যাচ জিততে সাহায্য করবে।

ভারত সিরিজেই হবে অ্যাসেজ প্রস্তুতি : মার্শ

মেলবোর্ন, ১৩ অক্টোবর : ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন সাদা বলের সিরিজ আদতে অ্যাসেজের ড্রেস রিহার্সাল! এমনটাই দাবি করছেন মিচেল মার্শ।

দেশের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ম্যাচ এবং পাঁচটি টি-২০ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। ১৯ অক্টোবর পারথে প্রথম একদিনের ম্যাচ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় একদিনের ম্যাচ যথাক্রমে অ্যাডিলেড (২৩ অক্টোবর) এবং সিডনিতে (২৫ অক্টোবর)। এরপর ২৯ অক্টোবর থেকে শুরু হবে টি-২০ সিরিজ। আপাতত প্রথম দু’টি টি-২০ দলের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি তিন ম্যাচের দল পরে ঘোষণা করা হবে। একদিনের সিরিজে নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে বিশ্রাম

দেওয়া হয়েছে। ফলে দু’টি সিরিজেই অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন মার্শ।

তিনি বলেছেন, আমরা এখন অ্যাশেজের জন্য তৈরি হচ্ছি। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে খেলা মানেই আলাদা উত্তেজনা। দুটো দলের মধ্যে যেমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে, তেমনই পারস্পরিক শ্রদ্ধাও আছে। একেবারে আদর্শ সময় এই সিরিজটা হচ্ছে। ভারতের বিরুদ্ধে খেলা মানেই অ্যাসেজের নিখুঁত প্রস্তুতি। মার্শ আরও বলেছেন, ভারতের মতো বিশ্বের এক নম্বর দলের বিরুদ্ধে খেলার মজাটাই আলাদা। এই সিরিজের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের অ্যাসেজের আগে পুরোপুরি তৈরি করে দেবে।

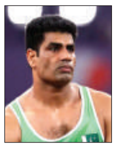

আজীবন নির্বাসিত হলেন পাকিস্তানের জ্যাভলিন থ্রোয়ার আর্শাদ নাদিমের কোচ সলমন ইকবাল

রবিবার সামনে ইংল্যান্ড

টানা হারে প্রশ্নের মুখে হরমনপ্রীত

বিশাখাপত্তনম, ১৩ অক্টোবর : দেশের মাটিতে কাপ জয়ের স্বপ্ন জোর ধাক্কা খেয়েছে জোড়া হারে! ৪ ম্যাচে ভারতের পয়েন্ট মাত্র ৪। ফলে প্রবল চাপে হরমনপ্রীত কৌররা। যা পরিস্থিতি, তাতে শেষ তিনটে ম্যাচ জিততেই হবে বিশ্বকাপের শেষ চারে ওঠার জন্য। এর মধ্যে রবিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ। যারা টানা তিন ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হারের পর প্রবল সমালোচনার মুখে হরমনপ্রীতও। ভারত অধিনায়কের ব্যাটে রান নেই। প্রশ্ন উঠছে তাঁর নেতৃত্ব নিয়েও। প্রশ্ন উঠছে, কেন পাঁচজন বিশেষজ্ঞ বোলার নিয়ে খেলছে ভারত? রেণুকা সিং ও রাধা যাদবের মতো দুই অভিজ্ঞ বোলারকে বসিয়ে রাখার জন্যও সমালোচিত হচ্ছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

দাবি উঠছে হরমনপ্রীতকে নেতৃত্ব থেকে সরানোরও। খারাপ ফর্ম এবং দুর্বোধ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি হরমনের বিরুদ্ধে জুনিয়র সতীর্থদের ধমক দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। সব মিলিয়ে রীতিমতো চাপে ভারতীয় শিবির। রবিবার ইংল্যান্ডকে হারাতে পারলে এই চাপ কিছুটা কমবে। কিন্তু হেরে গেলে এবারের মতো বিশ্বকাপ শেষ হরমনপ্রীতদের।

ফাইনালে বাংলা, সামনে মণিপুর

প্রতিবেদন : ১৪ বছর পর সিনিয়র জাতীয় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা রাজমাতা জিজাবাই ট্রফির ফাইনালে বাংলা। সোমবার ছত্তিশগড়ে সেমিফাইনালে শেষ ৩০ মিনিট দশজনে খেলেই বাংলার মেয়েরা ২-১ গোলে হারাল উত্তরপ্রদেশকে। ১১ মিনিটে গোল করে বাংলাকে এগিয়ে দেন সুলঞ্জনা রাউল। বিরতির ঠিক আগে ব্যবধান বাড়ান রিম্পা হালদার। দ্বিতীয়ার্ধের ৬০ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বাংলার অধিনায়ক সঙ্গীতা বাসফোর। খেলার শেষ লগ্নে উত্তরপ্রদেশ একটি গোল শোধ করে। বুধবার ফাইনালে সুলঞ্জনাদের সামনে মণিপুর।

মেয়েদের জয়

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৭ মেয়েদের এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম ম্যাচে ভারত ২-১ গোলে হারিয়েছে কিরঘিজস্তানকে। ২৬ মিনিটে পার্লের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। ৩৪ মিনিটে ১-১ করে দিয়েছিল কিরঘিজস্তান। ৯০ মিনিটে ঝুলনের গোলে জয়। এদিকে, ছেলেদের অনূর্ধ্ব ২৩ ভারতীয় দল দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে ১-১ ড্র করেছে অনূর্ধ্ব ১৯ ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে।

বাঁচার লড়াইয়ে আজ খালিদের অস্ত্র আক্রমণ

প্রতিবেদন : সিঙ্গাপুরে গিয়ে রহিম আলির শেষ মুহূর্তের গোলে ম্যাচ ড্র করে ফিরেছে ভারত। মঙ্গলবার গোয়ার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ফিরতি লড়াই সুনীল ছেত্রীদের। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ম্যাচ। এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখতে হলে সিঙ্গাপুরকে ঘরের মাঠে হারাতেই হবে ভারতকে। মরণ-বাঁচন ম্যাচে কোচ খালিদ জামিলের অস্ত্র আগ্রাসন। ঘরের মাঠে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেই ম্যাচ জিততে চাইছেন সুনীল, ছাংতেদের হেডস্যার। গ্রুপের অন্য একটি ম্যাচে একই দিনে হংকংয়ের মাঠে খেলবে বাংলাদেশ। হংকং জিতলে এবং সুনীলরা পুরো পয়েন্ট না পেলে টানা তৃতীয়বার এশিয়ান কাপে খেলার আশা শেষ হয়ে যাবে ভারতের।

যোগ্যতা অর্জন পর্বের 'সি' গ্রুপে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে হংকং। সিঙ্গাপুর সংসংখ্যক ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ২ পয়েন্ট নিয়ে ভারত তৃতীয় স্থানে। সমান পয়েন্টে বাংলাদেশ চতুর্থ স্থানে। মঙ্গলবার জিতলে ৫ পয়েন্ট নিয়ে সিঙ্গাপুরকে ছুঁয়ে ফেলে আশা বাঁচিয়ে রাখবে ভারত। হারলেই বিদায় কার্যত নিশ্চিত।

মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে এসে খালিদ বললেন, আমি ছেলেদের বলেছি, প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। আমি ছেলেদের বলেছি, আমাদের ইতিবাচক থাকতে হবে এবং শুরু থেকে আক্রমণ শানাতে হবে। আমরা শেষ ম্যাচে দশজনে যে ফুটবল খেলেছি, সেই স্পিরিট ধরে রাখতে হবে। কিন্তু এবার আমাদের একজন খেলোয়াড় বেশি থাকবে এবং আমরা ঘরের মাঠে খেলব। তাই আমাদের জন্য খুবই ইতিবাচক দিক। আত্মবিশ্বাসী হয়েই একটা দল হিসেবে আমরা খেলব।

প্রস্তুতি আপুইয়ার। মারগাঁওয়ে।

আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় সন্দেশ ঝিঙ্গানকে পাবে না দল। আনোয়ারের সঙ্গী হবেন রাহুল ভেকে। শুভাশিস বোস, আপুইয়া ফিরছেন দলে। ম্যাচে সুনীলের উপরও ভরসা রাখছেন খালিদ।

ভারত বনাম সিঙ্গাপুর
এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব
(মারগাঁও, সন্ধ্যা ৭.৩০)

কাল ইডেনে রঞ্জি অভিযানে বাংলা

সৌরভে উদ্বুদ্ধ আকাশ, সবুজ উইকেটে শামিরা

প্রতিবেদন : ফের বাংলার হয়ে রঞ্জি ম্যাচ খেলতে নামছেন আকাশ দীপ। বুধবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করছেন তাঁরা। বাংলার পেস বিভাগের অন্যতম প্রধান মুখ আকাশ। এবার তাঁর পাশে শুরু থেকে থাকবেন মহম্মদ শামি। সোমবার দুপুরে শহরে চলে এসেছেন শামি। মঙ্গলবার ইডেনে দলের অনুশীলনেও থাকবেন ভারতীয় স্পিডস্টার। তবে শামির আগেই সোমবার বাংলার অনুশীলনে যোগ দিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল্যবান পরামর্শ পেয়ে গেলেন আকাশ। ইংল্যান্ড সফরে ব্যাটে-বলে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে আসা বাংলার পেসার হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজে খেলতে পারেননি। এনসিএ-তে রিহ্যাব করে সম্পূর্ণ ফিট হয়ে রঞ্জি খেলতে নামছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে সেরা ছন্দে থাকতে চান আকাশ।

ক্যানসার আক্রান্ত দিদির চিকিৎসার কারণে বাংলার অনুশীলনে যোগ দিতে দেরি হয়েছে আকাশের। সাসারাম থেকে ৫০০ কিলোমিটার রাস্তা গাড়ি চালিয়ে কলকাতায় এসেছেন। আকাশ দীপ বলেন, সৌরভ স্যার সবসময় আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন। বলেছেন পরিশ্রম করে যেতে। ফলের আশা না করতে। জীবনে কোনও আক্ষেপ যেন না থাকে। সৌরভ স্যার সব সময়ই যোগাযোগ রাখেন।

আকাশের সঙ্গে সৌরভ। ইডেনে সোমবার।

সৌরভ এদিন ইডেনে বাংলার অনুশীলনে এসে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। জানতে চান, কী দল খেলাতে চান। মরশুম নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা কী! উইকেটে ঘাস রয়েছে। শামি-আকাশদের জন্য মরশুম শুরুর আদর্শ মঞ্চ। সৌরভ বলেন, আকাশ, শামি আছে। সুরজ ভাল বল করছে। মুকেশ ফিট হলে দলে আসবে। দেশের অন্যতম সেরা পেস আক্রমণ বাংলার। সৌরভের সঙ্গে একমত আকাশও। তাঁর কথায়, শেষ কয়েক বছর ধরেই বাংলার পেস বিভাগ দেশের সেরা। শামি ভাই, ঈশান, সুরজ সকলেই খুব ভাল। শামি ভাইয়ের সঙ্গে অনেকদিন পরে রঞ্জি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাব। আমি বেশ উত্তেজিত।

অসম যাচ্ছে কিবুর দল

প্রতিবেদন : নিয়মের কারণে সুপার কাপে খেলার সুযোগ না পাওয়ায় আই লিগের আগে কিছু প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলতে চায় ডায়মন্ড হারবার এফসি। তারই অঙ্গ হিসেবে অসমের ধুলিজানে অয়েল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপে খেলতে যাচ্ছে কিবু ভিকুনার দল। ২৬ অক্টোবর ডায়মন্ড হারবার রওনা হচ্ছে অসমের উদ্দেশে। কলকাতায় পুজোর পর প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। অসমের টুর্নামেন্টে খেলবে ইস্টবেঙ্গলও। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র সচিব মানস ভট্টাচার্য বললেন, আমরা অসমের টুর্নামেন্টকে গুরুত্ব দিচ্ছি। আই লিগের আগে প্রস্তুতি টুর্নামেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রিকেটে জয়

প্রতিবেদন : ভিনু মানকড় ট্রফিতে অনূর্ধ্ব ১৯ বাংলা ৩ উইকেটে হারিয়েছে হরিয়ানাকে। জেতার জন্য ২৫ ওভারে ১৭০ রান তাড়া করতে নেমে, ২৪.৪ ওভারে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা। মেয়েদের সিনিয়র জাতীয় টি-২০ ট্রফিতেও সৌরাষ্ট্রকে ৯ উইকেটে হারিয়েছে বাংলা। তনুশ্রী সরকার ২ উইকেট নেন ও অপরাজিত ৫০ করেন।

নামধারীকে সমীহ করছে ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার আই লিগের দল নামধারী এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র করলেই আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে পৌঁছে যাবে ইস্টবেঙ্গল। ১৮ অক্টোবর যুবভারতীতে ফাইনালে সম্ভাব্য ডার্বি নিয়ে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। তবে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো গ্রুপের শেষ ম্যাচের আগে ডার্বি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ফুটবলারদের উপর চাপ বাড়াতে চান না। বরং প্রতিপক্ষ নামধারীকে সমীহ করছেন অস্কার। সমর্থকদের আগ্রহ ছিল, নতুন জাপানি ফরোয়ার্ড হিরোশি ইবুসুকির খেলা দেখা নিয়ে। কিন্তু আইটিসি না আসায় ম্যাচের আগের দিন তাঁকে রেজিস্ট্রেশন করানো সম্ভব হয়নি। ফলে হিরোশিকে বাইরে রেখেই নামধারীর বিরুদ্ধে খেলবে অস্কারের দল। ফলে ফাইনালের আগে নিজেকে আরও তৈরি করে নেওয়ার সুযোগ পাবেন জাপানি ফুটবলার।

অস্কারের ক্লাসে ফুটবলাররা। সোমবার।

প্রতিপক্ষ নামধারীর বিরুদ্ধে ডুরান্ড কাপে খেলার অভিজ্ঞতা থেকে সতর্ক ইস্টবেঙ্গল কোচ। তাই আগে থেকে ডার্বি নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। অস্কার বলেছেন, ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের পর টুর্নামেন্টের সেরা দল নামধারী। ম্যাচটা সহজ হবে না। তাই ডার্বি নিয়ে ভেবে ফুটবলারদের উপর চাপ বাড়াতে চাই না।

অস্কার যোগ করেন, নামধারী রক্ষণে লোক বাড়িয়ে খেলে। সহজে গোলমুখ খোলা যায় না। ওদের রক্ষণ ভেঙে গোলের রাস্তা খুঁজে নিতে উইং থেকে আক্রমণে জোর দিতে হবে। আক্রমণে বৈচিত্র আনতে হবে। আমাদের নির্দিষ্ট কোনও প্রথম একাদশ নেই। অনুশীলনে যারা ভাল করবে, তারাই সুযোগ পাবে। ইস্টবেঙ্গল কোচের স্বস্তি, সাউল ক্রেসপো সুস্থ।

মাঠে ময়দানে
14 October, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কোটলায় টেস্ট চলাকালীন ‘রোহিত-কোহলি, তোমাদের মিস করছি’ গোছের অজস্র পোস্টার দেখা গের প্রথম চারদিনে

ওয়াশিংটনের দাবি

রিস্ট স্পিনার বলেই সুবিধা পেয়েছে কুলদীপ

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : দিল্লি টেস্ট পঞ্চম দিনে গড়ানোর জন্য কোটলার ২২ গজকেই দায়ী করছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। সোমবার মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এই পিচে বিপক্ষকে দু’বার অল আউট করা খুব কঠিন ছিল। তাই উইকেট তোলার জন্য ধৈর্য ধরতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের বোলাররা খুব ভাল বোলিং করেছে। স্পিনাররা তো বটেই, জোরে বোলাররাও দারুণ বোলিং করেছে। ওয়াশিংটন আরও যোগ করেছেন, ম্যাচ যত গড়িয়েছে, পিচ ততই মন্থর হয়ে পড়েছে। তাই বোলারদের কাজটা কঠিন ছিল। তবে ম্যাচ যে পাঁচদিনে গড়িয়েছে, সেটা টেস্ট ক্রিকেটের জন্য ভাল বিজ্ঞাপন। টেস্টে দু’ইনিংস মিলিয়ে ৮ উইকেট শিকার করা কুলদীপ যাদবের আলাদা করে প্রশংসা করেছেন ওয়াশিংটন। তাঁর বক্তব্য, কুলদীপ এই টেস্টে দুর্দান্ত বল করেছে। রিস্ট স্পিনার হওয়ার সুবাদে ও পিচ থেকে বাড়তি স্পিন ও বাউন্স পেয়েছে। যা ওকে উইকেট তুলতে সাহায্য করেছে। সত্যি কথা বলতে কী, আমরা বিভিন্ন ধরনের পিচ ও পরিবেশে খেলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। যে কোনও পরিস্থিতিতে পারফর্ম করার জন্য গোটা দল তৈরি। সেভাবেই প্রস্তুত হচ্ছি আমরা।

লড়ল ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিতছে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : আর ৫৮ রান করলেই সিরিজ ২-০-তে জিতবে ভারত। এই ক’টা রানের জন্য গোটা দিন পড়ে। হাতে ৯ উইকেট। যশস্বী ৮ রানে ফিরে গিয়েছেন। রাহুল ২৫ ও সুদর্শন ৩০ রানে ব্যাট করছেন। খুব বড় অঘটন ছাড়া প্রথম সেশনেই ম্যাচ শুভমনদের হাতে চলে আসা উচিত।

কিন্তু দিল্লির অপেক্ষমাণ হার বা দুই টেস্টের সিরিজে দুটিতেই পরাজয় রস্টন চেজের দলকে মোটেই খাটো করছে না। আর সেটা কোটলায় তাঁদের গত দু’দিনের লড়াইয়ের জন্য। ক্যারিবিয়ানদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটাররা যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন সেটা অসাধারণ। শুধু শেষ উইকেটেই ৭৯ রান জুড়েছেন টেলএন্ডাররা। জেডন সিলস করেন ৩২ রান। ফিলিপ (২) যখন আউট হয়েছিলেন তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ছিল ৩১১। তারপর এই পার্টনারশিপ। গ্রিভস নট আউট থাকলেন ৫০ রানে। এই জুটিতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল ৩৯০ রানে। ১২১ রানের লিড নিতে পেরেছিলেন চেজরা।

চতুর্থ দিন সকালে শুভমনরা একটাই লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুই নট আউট ব্যাটার ক্যাম্পবেল ও হোপকে ফেরাতে হবে। কিন্তু হল উল্টো। দু’জনেই সেঞ্চুরি করে বেরিয়ে গেলেন। ওপেনার ক্যাম্পবেল জাদেজার বলে লেগ বিফোর হওয়ার আগে ১১৫ রান করে যান। হোপকে সিরাজ বোল্ড করেছেন ১০৩ রানে। দু’জনের পার্টনারশিপে উঠেছে ১৭৭ রান। এই দুই ব্যাটারের সামনে ভারতীয় বোলিংকে একসময় হতাশ ও অসহায় লেগেছে। আমেদাবাদে প্রথম টেস্টে দুই ইনিংসেই ভারতীয় বোলারদের সামনে নাজেহাল হওয়া ব্যাটিংয়ের এটা মধুর প্রত্যাবর্তন। নাকি বিপক্ষের আত্মতুষ্টির ফল!

দ্বিতীয় ইনিংসে বুমরা ৪৪ রানে ৩, কুলদীপ ১০৪ রানে ৩, জাদেজা ১০২ রানে ১, সিরাজ ৪৪ রানে ১ ও ওয়াশিংটন সুন্দর ৮০ রানে ১টি উইকেট নিয়েছেন। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে বুমরা ও সিরাজ ছাড়া ভারতীয় বোলারদের কাউকে রেয়াত করেননি ক্যাম্পবেল ও হোপ। শেষবার ২০০২-এ ভারতের বিরুদ্ধে ওপেনার হাইন্ডস সেঞ্চুরি করেছিলেন। ২৩ বছর পর ভারতের মাটিতে প্রথম কোনও ক্যারিবিয়ান ওপেনার হিসাবে সেঞ্চুরি পেলেন ক্যাম্পবেল। শেষপর্যন্ত জাদেজাকে রিভার্স সুইপ মারতে গিয়ে নিজের উইকেট দিয়ে গিয়েছেন।

কুলদীপ প্রথম ১৫ ওভারে কোনও উইকেট পাননি। কিন্তু এরপর দ্রুত ৩ উইকেট নিয়ে ক্যারিবিয়ান ইনিংসে চাপ ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাঁকে খেলা মুশকিল হয়েছে এই সিরিজে।

আরও একটি উইকেট। কুলদীপকে অভিনন্দন শুভমনের। সোমবার কোটলায়।

কুলদীপকে এরপর সব টেস্টে খেলানো উচিত বলে দাবি করেছেন অনিল কুম্বলে। তবে ক্যাম্পবেল আর হোপের উইকেট তুলে নেওয়ার পরও ক্যারিবিয়ান লড়াই জারি ছিল গ্রিভস (৫০ নট আউট) ও সিলসের ব্যাটে। শেষপর্যন্ত বুমরা গ্রিভসের উইকেট নেওয়ার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৩৯০ রানে। তাদের লিড ছিল ১২১ রানের। বড় কিছু নয়। কিন্তু এই ফাইটব্যাক চেজদের মনোবল বাড়িয়েছে।

সিরাজ এদিন ২ উইকেট নিয়ে ২০২৫-এর টেস্ট ক্রিকেটে সবথেকে বেশি উইকেট নিলেন। কিন্তু ভারতীয় বোলিং ও অধিনায়ক শুভমনের কয়েকটি সিদ্ধান্ত সমালোচনার মুখে পড়েছে। কেন তিনি ৫১৮-৫ তুলেই ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিলেন সেই প্রশ্ন উঠছে। ক্যারিবিয়ানদের ফলো অন না করিয়ে ব্যাট করলে উইকেট আরও খারাপ হত বলে মত অনেকের। তাতে স্পিনারদের সুবিধা হত। ম্যাচে চালকের আসনে থেকেও অধিনায়ক কেন এত দূরে ফিল্ডিং সাজিয়ে রাখলেন সেটাও প্রশ্ন। কুলদীপই এদিন একমাত্র বোলার ছিলেন যিনি হাওয়ায় বল রেখে উইকেট নেওয়ার ঝুঁকি নিয়েছেন। ২৯ ওভার কেন, তাঁকে আরও বেশি বল করানো যেত।

স্কোরবোর্ড

ভারত (প্রথম ইনিংস) : ৫১৮/৫ **ডিক্লেয়ার**

ওয়েস্ট ইন্ডিজ (প্রথম ইনিংস) : ২৪৮ , **ওয়েস্ট ইন্ডিজ** (দ্বিতীয় ইনিংস) : ৩৯০, (২ উইকেটে ১৭৩ রানের পর) ক্যাম্পবেল এলবিডব্লু বো জাদেজা ১১৫ , হোপ বোল্ড সিরাজ ১০৩, চেজ ক পাড়িক্কল বো কুলদীপ ৪০, টেভিন এলবিডব্লু বো কুলদীপ ১২, গ্রিভস নট আউট ৫০, পিয়ের ক নীতীশ বো কুলদীপ ০, ওয়ারিকান বোল্ড বুমরা ৩, ফিলিপ ক জুরেল বো বুমরা ২, সিলস ক ওয়াশিংটন বো বুমরা ৩২। **অতিরিক্ত:** ১৬। **বোলিং :** সিরাজ ১৫-৩-৪৩-২, জাদেজা ৩৩-১০-১০২-১, ওয়াশিংটন ২৩-৩-৮০-১, কুলদীপ ২৯-৪-১০৪-৩, বুমরা ১৭.৫-৫-৪৪-৩, যশস্বী ১-০-৩-০।

ভারত (দ্বিতীয় ইনিংস) : ৬২/১, যশস্বী ক ফিলিপ বো ওয়ারিকান ৮, রাহুল নট আউট ২৫, সুদর্শন নট আউট ৩০। **অতিরিক্ত :** ০। **বোলিং :** সিলস ৩-০-১৪-০, ওয়ারিকান ৭-১-১৫-১, পিয়ের ৬-০-২৪-০, চেজ ২-০-১০-০।

বিশ্বকাপে রো-কো? নিশ্চিত নন শাস্ত্রী

সিডনি, ১৩ অক্টোবর : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার ওয়ান ডে ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনার মধ্যেই বড় ইঙ্গিত করলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। তিনি মনে করেন, ২০২৭ বিশ্বকাপে দুই তারকার খেলা নিশ্চিত নয়। অস্ট্রেলিয়া সফরে তাঁদের ফর্মের উপরই নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ।

সোমবার সিডনিতে সামার অফ ক্রিকেটের উদ্বোধনে গিয়ে শাস্ত্রী বলেন, রোহিত, বিরাটের মতো অভিজ্ঞতা কারও নেই। এই কারণেই ওদের অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে রাখা হয়েছে। ওরা এখনও ভারতীয় দলের পরিকল্পনার অংশ। সব কিছুই নির্ভর করছে ওদের ফিটনেস, খিদে এবং অবশ্যই ছন্দের উপর। এই সিরিজ শেষে ওরা নিজেরাই বুঝে যাবে ওদের বর্তমান পরিস্থিতি। এরপর নিজেরাই ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

স্টিভ স্মিথের উদাহরণ টেনে শাস্ত্রী বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে স্মিথের সঙ্গেও একই জিনিস ঘটেছিল। এই বয়সে এসে পরিস্থিতি উপভোগ করতে হয় এবং খিদেটাও ধরে রাখতে হয়। তবে বড় ম্যাচের অভিজ্ঞতার কোনও বিকল্প নেই। যেমন আমরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দেখেছি। বড় ম্যাচ এলে বড় খেলোয়াড়রা ছাপ রেখে যায়।

শাস্ত্রী মনে করেন, তারুণ্যই সবচেয়ে বড় শক্তি ভারতীয় দলের। প্রাক্তন কোচের কথায়, সাদা বলের ক্রিকেটে দুর্দান্ত দল ভারত। রোহিত, বিরাটও জানে এই দল কতটা শক্তিশালী। তরুণরা চাপে রেখেছে ওদের। তিলক ভার্মার প্রশংসা করে শাস্ত্রী বলেছেন, এশিয়া কাপ ফাইনালে তিলকের ইনিংস ছিল অসাধারণ। চাপের মধ্যে এমন ইনিংস খেলা সত্যিই প্রশংসনীয়। যশস্বী, শুভমন, তিলক তিনজনই অসাধারণ প্রতিভা। ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত।

রুদ্ধশ্বাস জয় দক্ষিণ আফ্রিকার

বিশাখাপত্তনম, ১৩ অক্টোবর : মেয়েদের বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে ৩ উইকেটে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৩২ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। জবাবে ৪৯.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ২৩৫ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। এদিন শারমিন আখতার ও স্বর্ণ আখতারের জোড়া হাফ সেঞ্চুরিতে স্কোরবোর্ডে লড়াই করার মতো রান তুলেছিল বাংলাদেশ। শারমিন ৭৭ বলে ৫০ করেন। স্বর্ণ ৩৫ বলে ৫১ করে নট আউট থাকেন। রান তাড়া করতে নেমে, ৭৮ রানেই ৫ উইকেট হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা । ওই পরিস্থিতি থেকে পাল্টা লড়াই শুরু করেন মারিজানে কাপ ও ক্লোই ট্রায়ন। ব্যক্তিগত ৫৬ রানে আউট হন কাপ। এরপর ট্রায়ন ৬২ করে রান আউট হন। যদিও নাদিন ডি’ক্লার্কের (অপরাজিত ৩৭) ব্যাটে জয় ছিনিয়ে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা।